মিলন মেলা

১২তম বর্ষ

ও প্রদর্শনী-২০২২

পরিচালনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

Regd. No.-SO186757 of 2011-2012

তেঠিবাড়ী, কিসমত বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর

bajkulunitedforum@gmail.com

www.bajkulunitedforum.com

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় ৫০ বছরের ধারাবাহিকতা-

কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ নং-10 CONT / Dt-01.02.1967 ● রেজিঃ হেড অফিস ও পোষ্ট ঃ কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরাভাষ ঃ ০৩২২০-২৫৫১৮৪/২৫৭০৫৩/২৫৭৯৪৭ ● ই-মেল ঃ contaicardbltd@gmail.com ● Web : ccardbltd.com

ব্যাঙ্কের নানান প্রকল্প (স্কীম)

স্বল্প সুদে অধিক পরিমান স্বর্ণবন্ধকী লোন

স্বল্প মূল্যে **লকার** ফেসিলিটি

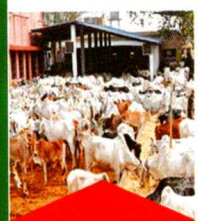

গোপালন

মুরগী চাষ (Paultry)

পান চাষ

গৃহ নির্মাণ

মাছ চাষ
১. মিঠাজল মাছ চাষ
২. নোনাজল মাছ চাষ

ট্রাক্টর লোন

পাওয়ার টিলার

ক্ষুদ্র শিল্প ঋণদান

স্বনির্ভর গোষ্ঠী

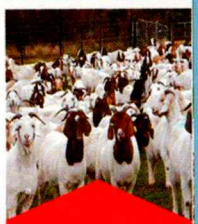

ছাগল চাষ

যোগাযোগ

কাঁথি শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৫৫১৫৮

এগরা শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৪৪২৪৭

রামনগর শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৬৪৩৭৭

পটাশপুর শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৪২২০৩

ভগবানপুর শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৭২৫৬৯

হোঁড়িয়া শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৭৬২২৬

বাজকুল (সান্ধ্য) শাখা
ফোন ঃ (০৩২২০)-২৭৪৮৫৫

নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক ● স্বল্প সুদ ● দীর্ঘ মেয়াদী লোন ● স্বল্প সময় বিনিয়োগ
● স্বল্প নথিতে অধিক পরিমান স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকী লোন

TOLL FREE NO : 1800 123 444777

অখিল গিরি
স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী
সংশোধন-প্রশাসন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেসপ বিল্ডিং (২য় তল)
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কোলকাতা -৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৬২-৫৬৯২
(০৩৩) ২২৬২-৫৬৯৫
ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৬২-৫৬৯২

AKHIL GIRI
Minister - of - State (IC)
Deptt. of Correctional Administration
Government of West Bengal
Jessop Building, (1st Floor)
63, Netaji Subhas Road
Kolkata - 700 001
Tel. : (033) 2262 5692
(033) 2262 5695
Fax : (033) 2262 5692

No.294/MoS(IC)/(M)/DCA/22 *Dated: 12.12.2022.*

MESSAGE

It is a matter of immense pleasure to learn that "Bajkul United Forum" is going to celebrate a long 12 days' programme of "Bajkul Milan Mela O Pradarsani" on and from 12th to 23rd December, 2022. The decision to take the venture of the proposed ostentatious cultural programmes and competition along with some benevolent activities is highly appreciable and praiseworthy.

I take this opportunity to extend my sincere greetings and best wishes also to the publication of a Souvenir to commemorate the Red Letter Days.

(Akhil Giri)

AKHIL GIRI
Minister-of-State (IC)
Deptt. of Correctional Administration
Govt. of West Bengal

Rabin Chandra Mandal,
Secretary,
Bajkul United Forum,
Purba Medinpur.

HALDIA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
(An Institute of ICARE)
ICARE Complex, P.O.- Haldia, Haldia, Dist- Purba Medinipur, Pin- 721657 W.B., India
Phone 03224-255968 / 255587 / 267165 Fax . 03224-255968
E-mail: hihshaldia@yahoo.co.in, principalhihs@gmail.com
Website: www.hihshaldia.org.

Reference No.HIHS/07/316/2022 Date:14.12.2022

To
Mr. Rabin Chandra Mondal
Secretary
Bajkul United Forum
Tethibari, Kismat Bajkul
Purba Medinipur
PIN: 721655

Dear Sir,

I am very happy to know that like previous years, **"Bajkul Milan Mela O Pradarsani"** is going to be organized by **"Bajkul United Forum"** on and form 12th to 23rd December, 2023at Bajkul Milan Mahavidyalaya campus. It has become a great occasion for the people of Bajkul to celebrate and enjoy the winter season at the Bajkul Milan Mela. Festivities bring people together, bolstering the social integrity, breaking the obstacles of caste, creed, and religion. **Bajkul United Forum** has been doing a great service to the society by raising relevant social issues, by standing behind the underprivileged, needy people of the society.

I am pleased to note that **"Bajkul United Forum"** is going to publish a magazine to commemorate the occasion. I would like to convey my heartiest congratulations to the editorial team and all the contributors to the magazine. I wish success of the **"Bajkul Milan Mela O Pradarsani"** and the magazine and hope that it will become a tradition as well.

Thanking you,

Yours sincerely,

14/12/2022

Prof. (Dr.) Pikash Pratim Maity
Principal
Haldia Institute of Health Sciences

Prof. (Dr.) Pikash Pratim Maity, PhD
Principal
Haldia Institute of Health Sciences
Haldia, Pin-721657

শোক তর্পণ

স্মৃতির পাতায় রইল যাঁরা

দেশ-বিদেশের যে সকল মহান জ্ঞানী-গুণি মানুষ অমৃতলোকে গমন করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশরক্ষার কাজে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানি, পথ দূর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশসহ তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণকরি সেই সমস্ত বরণ্যে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা স্বদেশসাধক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রতারকা, খেলোয়াড় অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন।

সর্বোপরি, সকল প্রয়াত মহৎপ্রাণের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম-এর
১২তম বর্ষ মিলন মেলার
সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

সভাপতির কলমে...

আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতির আঙ্গিনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আর তারই অংশ হিসাবে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি কিছুটা আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সেগুলি উপভোগ ও আস্বাদন করতে ভালোবাসে। মনুষ্য জীবনের আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলার বহু বর্ণময় বৈচিত্র্য। যা মহৎ বা সুন্দর সেই সামাজিক সংস্কৃতিকে তার বিকাশ ও নান্দনিকতায় আমাদের প্রয়োজনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের জনজীবনে আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলা ও উৎসব। এগুলির মধ্যে উদার মানবিক আবেদন এবং লোকায়ত সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ও হিন্দু-মুসলীম, বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীস্টান জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠতে দেখা যায় এই মেলা ও উৎসব।

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম বিগত এগারো বছর ধরে নানান মানবিক কার্যকলাপ স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। পরিবেশ সচেতনতা থেকে, দরিদ্র -নারায়ণের সেবাকার্য থেকে, রক্তদান এর মতো মহৎ কার্য গুলোকে পাথেয় করে সুস্থ -সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ২০২২, ১২তম বর্ষেও বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম তার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়ে বা টিকিয়ে রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তথা অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই 'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'- এই সুন্দর ঐক্যের বার্তাকে পাথেয় করে সকলের মিলিত প্রয়াসে একটি সুন্দর সুস্থ-সংস্কৃতির ছাপ বহন করে চলুক আমাদের ফোরাম, এই শুভ প্রয়াসে সবারে করি আহ্বান।

অর্দ্ধেন্দু মাইতি
সভাপতি
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

সম্পাদকের কলমে...

বাজকুল ইউনাটেড ফোরাম সরকারী রেজিষ্ট্রীকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দীর্ঘ এগারো বছর অতিক্রান্ত করে দ্বাদশ বর্ষে পদাপর্ণ করল আমাদের সংস্থা। দীর্ঘ এগারো বছর ধরে সংস্থা তার স্বমহিমায় সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের সাথে একাত্ম। বিশেষ করে সুস্থ সংস্কৃতির আঙ্গিনায় মিলন মেলা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, পরিবেশ সচেতনতা, সবুজ প্রকল্পের রূপায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে সর্বো পরি মানুষের জীবনের প্রয়োজনে রক্তদান শিবিরের মতো নানান মানবিক কার্য করে থাকে সারাবছর ব্যাপী। এর ফলে আঞ্চলিক স্তরে ফোরাম যে মিলন মেলা ও উৎসব আয়োজন করে থাকে তা মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাকে পরিশীলিত করে। কারণ 'মেলা' মানেই মিলন। সর্বধর্মের মানুষের মিলন, চিন্তা-চেতনার মিলন, পরিশীলিত রুচি সংস্কৃতির মিলন, লোকসংস্কৃতির মিলন, লোকশিল্পের মিলন।

গতানুগতিকতার জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যতম পরিবেশ হল মেলা ও উৎসব। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করে মিলন মেলা। তাই বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে আঞ্চলিকস্তরে তার মানবিক কার্যগুলো সম্পাদন করে চলেছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায়। সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যা সহ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এই মিলন মেলা ও সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই প্রত্যাশা রাখি।।

রবীন চন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে...

মেলার মধ্যে মিলনের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি সর্বদাই পরিলক্ষিত। মানুষ নিজেকে দেখতে পায় মিলন-প্রাঙ্গণে এসে। উপলব্ধি করে এক শাশ্বত সত্যকে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রাম-বাংলার উদার, নিসর্গ পটভূমিকায় যে মিলন মেলা- এতে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই নয়, এ হলো অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন।

শিশির শয্যায় যে হেমন্তের বিদায়, তারই কোমল অঙ্গে হিমেল বাতাসের একরাশ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভরাশীতের অভ্যুদয়ে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের নিরলস উদ্যোগে আয়োজিত -'মিলন মেলা' হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পন করেছে। চিত্তাকর্ষী সাংস্কৃতিক আবহ ও মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান রূপে -রঙে-রসে ও বৈভবে উত্তরোত্তর মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে।

এই পত্রিকায় যাঁরা তাদের কালি-কলম-মন-এর সংযোগ ঘটিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পত্রিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপন ও আর্থিক আনুকুল্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম চিরকৃতজ্ঞ। সর্বোপরি, পত্রিকাটি বর্ণ সংস্থাপন ও দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে মোনালিসা ডি.টি.পি. সেন্টার-এর কর্ণধার সুখেন্দু মাইতিকে ও তপন জানা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় ও শুভাগমনে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও মেলা প্রাঙ্গণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে উঠুক-এই প্রত্যাশা করি।

স্বরাজ কুমার করণ
পত্রিকা সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

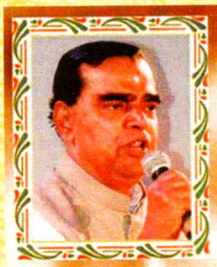
অর্দ্ধেন্দু মাইতি(বিধায়ক)
সভাপতি

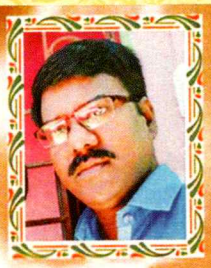
শংকর কুমার প্রধান
সহ-সভাপতি

রবীনচন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক

শঙ্খবরণ হুতাইত
সহ-সম্পাদক

চন্দন নাজির
কোষাধ্যক্ষ

অরুণ কুমার দাস

বিজন সামন্ত

সুমিত বেরা

শক্তিপদ দাস

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

মানস কুমার বেরা

স্বরাজ করণ

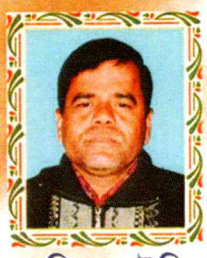
সুবিনয় মাইতি

নির্মলেন্দু দাস

চন্দন কর

ডঃ নিথররঞ্জন মধু

নাড়ুগোপাল মান্না

ডঃ পীযুষকান্তি দন্ডপাট

বাবলু মণ্ডল

শান্তনু কর

রাজকমল দাস

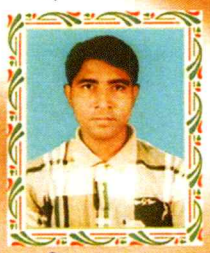
অচিন্ত্য শাসমল

গণেশ দাস

শুকদেব শীট

ডাঃ পিকাশপ্রীতম মাইতি

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

Hero

আর.এম. হিরো

তেঠিবাড়ী

বাজকুল ● পূর্ব মেদিনীপুর

Ph.-(03220) 274 774

Mob.- 9932607574

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

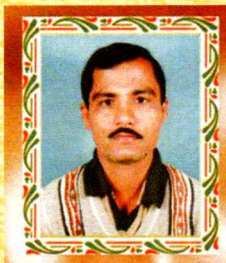
স্বর্ণকমল দাস

রবি নাজির

সুখেন্দু মাইতি

দেবকমল দাস

তপন দাস

কল্যাণ মাইতি

ননীগোপাল মাঝি

ডঃ দীপাঞ্জন রায়

মোহন খালুয়া

শৈবাল সাহু

সঞ্জয় গিরি

অরুণ গিরি

ডঃ আশীষ দে

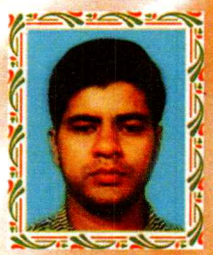
দিবাকর দাস

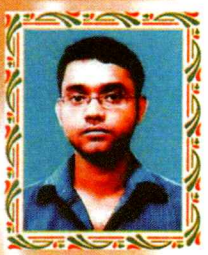
দীপেশ দাস

কৃষ্ণেন্দু সিন্‌হা

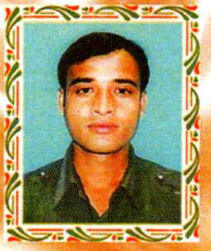
সৌমেন গিরি

সন্দীপ প্রধান

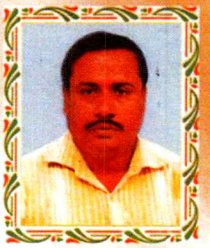
তরুণ কুইতি

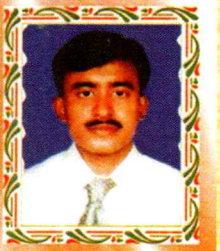
তন্ময় দাস

সঞ্জীব বাড়ুই

গোবিন্দ সামন্ত

অধ্যাপক গোবিন্দপ্রসাদ কর

মানস কবি

দেবাশীষ দাস

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

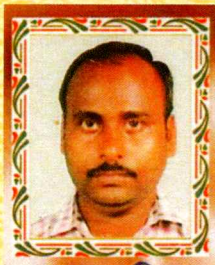
সন্তু নাজির

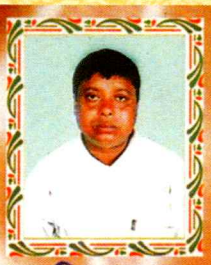
ভক্তিপদ দাস

সন্তোষ সামন্ত

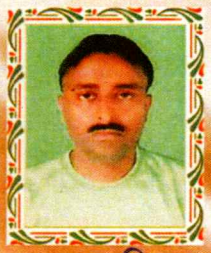
নয়ন নাজির

দেবশংকর ভূঞ্যা

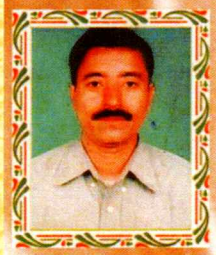
অভিজিৎ দাস

স্বপন মণ্ডল

চন্দনদাস অধিকারী

মানিক কর

চন্দন মালী

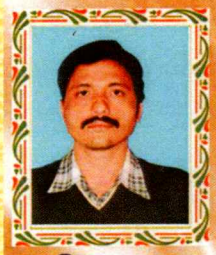
সুদীপ প্রধান

বিশ্বজিৎ বেরা

গুরুশঙ্কর মাল

গৌতম ঘোড়ই

সুদীপ্ত দাস

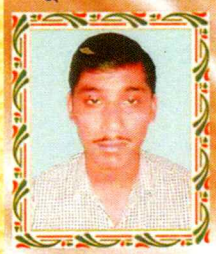
রাধানাথ দাস

অভিজিত ভূঞ্যা

সমীরণ মণ্ডল

কৌশিক মাইতি(বাবুন)

রামপদ সেন

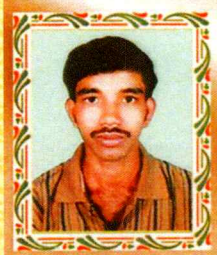
প্রবীর সামন্ত

সুমন মাইতি

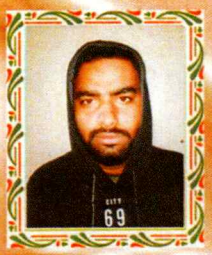

পবন পণ্ডা

শুভঙ্কর পাত্র

রাধাগোবিন্দ মাইতি

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

কেশব দাস

অরিজিৎ রাউৎ

নারায়ণ মাইতি

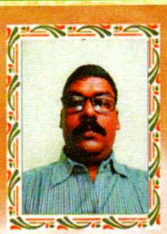
অরুণ কুমার দাস

দেবব্রত পাল

গৌতম পাল

প্রলয়শঙ্কর চক্রবর্তী

সঞ্জীব সামন্ত

অঞ্জন রায়

অজয় মাইতি

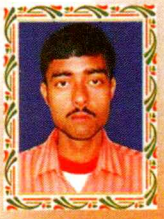
গোপাল বেরা

জয়দেব পাত্র

কৌশিক জানা

জয়দেব সাউ

অমিত রায় (পল্টু)

দীপঙ্কর দাস

দেবেশ্বর গিরি

আনন্দ প্রধান

অর্দ্ধেন্দু মাইতি (ভচা)

সুজিত মাইতি

সুজিত বেরা

সৌরভ গোস্বামী

নারায়ণচন্দ্র শীট

বানেশ্বর দাস

অতনু পণ্ডিত

তাপস দাস

সোমনাথ মাইতি

সুদীপ্ত ভূঞ্যা

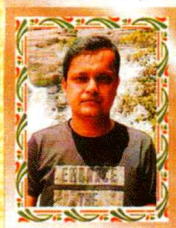
পিন্টু পাল

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

উষানাথ আচার্য্য

অর্দ্ধেন্দু দত্ত

প্রতীক রঞ্জন বায়েড়

গৌরব কান্তি দাস

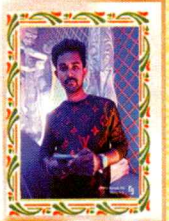
ঋত্বিক মাইতি

রূপম পট্টনায়েক, কৌস্তভ মহাপাত্র, সেক জানে আলম আলী, শংকর প্রসাদ সাউ, মুকুন্দ মণ্ডল নন্দন মণ্ডল, বিশ্বনাথ দোলই, শংকর নাজির, স্বপন দাস, ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, অয়ন দাস, সোমনাথ মাইতি

ফিরে দেখা ২০২১

ঈশ্বর

সঙগীতা জানা

শুনেছি, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়
দেখিনি তো তাঁকে কখনও —
সত্যিই কি দেখনি তাঁকে তুমি!
অনুভব করনি কখনও?
ন'মাস গর্ভ ধারণ আর প্রসব ব্যথা সয়ে
যে দেখাল পৃথিবী তোমাকে,
সে যে আর কেউ নয়, তোমারই মা —
তাঁরই মধ্যে খুঁজে পাবে ঈশ্বরকে।
সব কষ্ট সয়ে যন্ত্রণা লুকিয়ে
সুখের চাবিকাঠি তুলে দেয় তোমার হাতে,
সে যে আর কেউ নয়, তোমার বাবা —
তাঁর মিল খুঁজে পাবে ঈশ্বরের সাথে।
তোমার সামান্য অসুস্থতায় ব্যাকুল যাঁরা
তোমার ব্যাথায় সমব্যথী
সে যে আর কেউ নয় তোমার বাবা - মা
তোমার চলার পথের সাথী।
বাবা-মায়ের মাঝে বিরাজমান ঈশ্বর
পরম বন্ধু তোমার আমার
সম্মান আর ভালোবাসা পূজার্ঘ্য হোক
পূজা করি আমাদের দেবতার।

—০ঃঃঃ০—

কান্না, ঈশ্বরীর

আনন্দমোহন দাশ

যাকে আমি ঈশ্বরী বলেছি,
এবনে - ওবনে ঘুরে ফুল তুলে আনার
মতো করে কবিতার শব্দ - অক্ষরগুলি জড়ো করেছি
যার পায়ে, সেই ঈশ্বরীকে আজ
কাঁদতে দেখেছি।

যে মুখে খেলা করে শত চাঁদের আলো,
সেখানে এতো অসহায়তা, এতো নিঃসঙ্গতা দেখে
মনে হয় ..... আমাকে মুক, অন্ধ ও বধির
করে দাও দয়াময় ....
এই কি তবে পাহাড়ি ঝর্ণার কলহাস্যতা
অথচ বুকেতে দুঃসহ পাথর জমানো অভিঘাত!

ঘুম ভেঙে যায়, ঘোর লাগা ধ্যান ভেঙে
নিজেকে রাখি কাঁটাটির পাশে।
এসো রক্তক্ষয়ী প্রহর, এসো মহাকাল
আমার ঈশ্বরী আর একবার কেঁদে ওঠার আগেই
নক্ষত্রের গন্ধ এসে গিলে নিক আমাকে...!

—০ঃঃঃ০—

প্রতিশোধ

মানসী জানা,
প্রধান শিক্ষিকা, তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

অহঙ্কারের মদমত্ত মানুষ
সীমানা ছাড়িয়ে বড্ড হয়েছিল বেহুঁশ।
বারংবার প্রকৃতিকে মেরেছ ছোবল
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষতকে দগদগে করেছ কেবল।।
পরিবর্তন আর পরিবর্তন
সনাতনী প্রথ্য ভেঙ্গে —
আকাশের বুক চিরে গ্রহ গ্রহান্তরে,
সাগরের তলা থেকে পাহাড় চূড়ে
বিজয় নিশান ওড়ে পত্ পত্ করে।
আর আজ — সামান্য একটা ভাইরাস
তোমার শরীরে সে বানিয়েছে মজবুত বাসা।
যাকে চোখেও যায় না দেখা,
তার ভয়ে ভীত তুমি —
তোমায় করল সে — একেবারে কোণঠাসা।।

লকডাউন লকডাউন চারিদিকে লকডাউন
ফরমান জারি হয় গ্রামগঞ্জ থেকে টাউন।
পারলে না ঢোকাতে তারে মজবুত লকআপে
কত দোষী নির্দোষ ঢোকে রোজ
বড় বাবুদের অভিশাপে।
বদল নয় কো আর বদলা যে চায় দেখো
মোদেরই প্রকৃতি মা।
শিবের পূজা করি এস — হানাহানি আর না।।

—০ঃঃঃ০—

চিঠি

দেবব্রত রাউল,
(শিক্ষক, মড়াল সতীশচন্দ্র পাবলিক ইনস্টিটিউট)

চিঠি! চিঠ! তুমি কোথায়?
কেন তুমি দাওনি সাড়া?
মনের মধ্যে হিল্লোল তোলোনি?
তুমি কি সত্যিই অতীত
এখ বর্ণময় ইতিহাস?
এখ সময়ে তোমাকে হাতে পাওয়ার জন্য
মনের কি উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা!
আর হাতে পাওয়ার পর,
বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস - আবেগ
যৌবনকে নাড়িয়ে দিত!
তোমার আগমণের প্রতিক্ষায় দিন গুণতো
বন্ধু-বানধবী প্রেমিক-প্রেমিকা।
তুমি ভালোবাসার পরশ ছড়িয়ে দিতে -
কুসুম-কোমল কপোত - কপোতীর হৃদয়ে।
কত রাগ, অভিমান, প্রেম - বিরহের
সাক্ষী ছিলে তুমি!
কতবার তুমি হয়েছো অশ্রুসিক্ত ভারাক্রান্ত!
তবুও মনের যন্ত্রণা, ভালোবাসা ও বিরহের বার্তা
বহন করেছ দিবারাত্র!
তাই তুমি চিঠি! তুমি পবিত্র!
তুমি ছিলে আশার আলো,
ভালোবাসার বাহক প্রেমের মাধ্যম।

আজ মোবাইল, ফেসবুক, ই-মেইল,
হোয়াটসঅ্যাপ
তোমার জায়গা কেড়ে নিয়েছে
আর সাথে সাথে হারিয়ে গিয়েছে
আমাদের আবেগ, কৌতুহল ও উচ্ছ্বাস -
আজ আমরা বড্ড বেশি যান্ত্রিক।
তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা বাকরুদ্ধ,
যেন ভাবলেশহীন ভাষাহীন এক যন্ত্রমানব।
কেবল মোবাইলেটাচ করে,
ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে চ্যাট করে,
আমাদের সমস্ত আবেগ ভালোবাসা
আজ চাটনিতে পরিণত।
যেন শুধুই চোখে দেখা —
'হাঁ' অথবা 'না'
নচেৎ পরের জনের অপেক্ষায়.....

—০ঃঃঃ০—

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাজলাগড় ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কমলাকান্ত পাত্র
উপ-প্রধান

জয়ীতা জানা
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পূর্ব মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়-এর স্বপ্নকে সফল করতে, খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত প্রত্যেকটি ঘরে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে, সকল মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কল্যাণার্থে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সকল প্রকার প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে আমরা নিরলস ব্রতী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিরপেক্ষতা আমাদের বীজমন্ত্র।

- সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতার মান বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ও ভূমিহীনদের "নিজগৃহে নিজবাস" প্রকল্পের সফল রূপায়ণ।
- কৃষিজীবি মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ন ও গুচ্ছ বীমা প্রকল্প গ্রহণ।
- বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রীদের জন্য 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করা।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার স্বপ্নের 'যুবশ্রী' প্রকল্পকে সফলতা দান করা।
- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে আরো বেশী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও গতিশীল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নাগরিকদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান করা।

পার্থ হাজরা	শ্রাবণী মাইতি	শংকর বাগ
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক	*সভাপতি*	*সহ-সভাপতি*

৫০ জন বাঙালী নাথিকাদের সেকাল একাল— যদুপতি মান্না

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	প্রথম ছবির নাম	পরিচালক	সাল
১	চন্দ্রাবতী দেবী	পিয়ারী	বিমল পাল	১৯২৪
২	সাধনা বসু	আলিবাবা	মধু বসু	
৩	তারকা বালা	দেবদাস	নরেশ মিত্র	১৯২৯
৪	ডমা শশী	বঙ্গবালা		১৯২৯
৫	কানন দেবী	জয়দেব		
৬	মলিনা দেবী	শ্রীকান্ত	রাধা ফিল্মস	
৭	যমুনা বড়ুয়া	রূপলেখা		১৯৩৪
৮	সন্ধ্যারাণী	বেকার নাশন	জ্যোতির্ময় বন্দোপাধ্যায়	
৯	ভারতী দেবী	ডাক্তার		১৯৪০
১০	অরুন্ধতী দেবী	মহাপ্রস্থানের		
		পথে	কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়	১৯৫৮
১১	বিনতা রায়	ডদয়ের পথে	বিমল রায়	১৯৪৪
১২	মঞ্জু দে	স্বর্গ হতে বিদায়		
১৩	সুমিত্রা দেবী	সন্ধি	অপূর্ব মিত্র	১৯৭৪
১৪	দিপ্তী রায়	স্বয়ংসিদ্ধা	পরেশ মিত্র	১৯৭৪
১৫	অনুভা গুপ্তা	সন্ধি	অপূর্ব মিত্র	১৯৭৪
১৬	শকুন্তলা বড়ুয়া	সুনয়নী	অপূর্ব মিত্র	১৯৭৪
১৭	সুচিত্রা সেন	সাড়েচুয়াত্তর		
১৮	সুপ্রিয়া চৌধুরী	বসু পরিবার		
১৯	রুমা গুহ ঠাকুরতা	জেয়ারভাঁটা	অমিয় চক্রবর্ত্তী	১৯৪৪
২০	মালা সিনহা	রোশনারা		১৯৫২
২১	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়	পাশের বাড়ী	সুবীর মুখোপাধ্যায়	১৯৫২
২২	কাবেরী বসু	রাই		১৯৫৫

২৩	বাসবী নন্দী	জমলায়ে জীবন্ত মানুষ		১৯৫৮
২৪	লিলী চক্রবর্তী	ভানু পেল লটারী	কনক মুখোপাধায়	
২৫	মাধবী মুখোপাধ্যায়	টনশীল	তপন সিনহা	
২৬	শর্মিলা ঠাকুর	চারুলতা	সত্যজিৎ রায়	
২৭	অঞ্জনা ভৌমিক	অনুষ্টুপ ছন্দ		১৯৬৪
২৮	অপর্ণা সেন	তিনকন্যা	সত্যজিৎ রায়	
২৯	সন্ধ্যা রায়	বাবা তারকনাথ	তরুন মজুমদার	
৩০	রাখীগুলজার	বধুবরণ	অজয় বিশ্বাস	
৩১	মুনমুন সেন	তিনকন্যা	সত্যজিৎ রায়	১৯৮২
৩২	সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়	আজকের নাটক	দীনেশ গুপ্ত	
৩৩	আরতী ভট্টাচার্য্য	রাজা	তপন সিনহা	
৩৪	জয়া ভাদুড়ী	ধন্যি মেয়ে		
৩৫	মৌসুমী চট্টোপাধায়	বালিকাবধু	তরুন মজুমদার	
৩৬	মমতাশংকর	মৃগয়া		১৯৭৬
৩৭	মিঠু মুখোপাধ্যায়	শেষ পর্ব	চিত্ত বসু	১৯৭২
৩৮	মহুয়া রায়চৌধুরী	শ্রীমান পি		
৩৯	দেবশ্রী রায়	পাগলা ঠাকুর	বিমল রায়	
৪০	শতাব্দী রায়	আতঙ্ক	তপন সিনহা	
৪১	ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত	শ্বেত পাথরের থালা	প্রভাত রায়	১৯৯২
৪২	ইন্দ্রানী হালদার	তের পার্বন		
৪৩	রচনা বন্দোপাধ্যায়	সাগর গংগা		
৪৪	অর্পিতা পাল	অসুখ		
৪৫	সস্তিকা মুখোপাধ্যায়	হেমন্তের পাখি	ডর্মি চক্রবর্তী	
৪৬	ককংনা সেন শর্মা	শবি ইন্দিরা		১৯৮৩
৪৭	রাইমা সেন	গড মাদার		১৯৮৩
৪৮	পাওলি দাম	জীবন নিয়ে খেলা		১৯৮৩
৪৯	শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়	চ্যাম্পিয়ান		
৫০	কোয়েল মল্লিক	নাটের গুরু		

জীবন দর্শন

অধ্যাপক সোমশংকর মান্না, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি, দর্শন বিভাগ

সততা হল ,সফলতা।

যদি প্রশ্ন করা হয় এই জগতে প্রকৃত সফল ব্যক্তি কে? তাহলে সহজে বলা যায় যিনি সর্বদা সকলক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করে থাকেন তিনি হলেন সফল ব্যক্তি।

বাঁচার অর্থ হোল

স্বপ্ন দেখা।

স্বপ্ন নামকবিষয়টি যদিও ব্যক্তি নিদ্রার মধ্যে দেখে থাকে তবুও জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মন এক পরকার স্বপ্ন দেখে থাকে, সেই স্বপ্নই হোল আমাদের জীবনের বাঁচার সার বস্তু, যা আমাদেরকে উদ্দীপিত করে রাখে ও লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। ঐ স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, জীবনে চলার পথে নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝে।

স্বপ্ন হোল ব্যক্তির

ক্ষমতার অব্যক্ত রূপ য

ব্যক্তিকে লক্ষ্যে পৌঁছতে

সাহায্য করে।

আমরা জাগ্রত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্ন হোল আমাদের ক্ষমতার অব্যক্ত রূপ, যা আমাদেরকে ব্যক্ত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং আমরা চূড়ান্তভাবে সেই স্বপ্নকে প্রকাশ করতে পারি আমাদের কর্মের মাধ্যমে, যে ব্যকিতজাগ্রত অবস্থায় তার ক্ষমতা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে না সে কখনো তার ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারে না। ব্যক্তির স্বপ্নকে সঠিক উপায়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে তাঁর স্বপ্ন পূরণ নিশ্চিত।

শত চেষ্টায় যা তুমি পাওনি

জানবে তা তোমার নয় ।

আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনেক চেষ্টা করেও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি না বা লক্ষ্য পূরণ করতে পারি না। আসলে এর কারণ হোল যে বিষয় আমি পেতে চাইছি তা আমার জন্য নয় বা আমি তার যোগ্য নই।

যিনি অনন্তকাল ধরে
হিসেব করে আসছেন
তার কাছে আমার হিসাব
স্থান পবে কি?

যে পরম সত্তা এই জগতকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে জাগতিক সকল বিষয়ে হিসেব নিকাশ করে আসছেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব অজ্ঞানতার কারণে জীবনের সকল চাওয়া ও পাওয়াকে গাণিতিক নিয়মে হিসেব করার চেষ্টা করি। কিন্তু যিনি এই জগতের সকল বিষয়ের হিসেব কর্তা তার হিসেবের সঙ্গে সত্যি কি আমাদের হিসেব মিলে যায়?

আমি কি করেছি
এটা ভাবনার বিষয় নয়
আমি কি করতে পারব
সেটা হওয়া উচিত ভাবনার বিষয়।

আমরা অজ্ঞ জীব প্রায়ই আমাদের অতীতের ফেলে আসা কর্মের হিসেব নিকাশ করি, কখনো আমরা ভাবিনা যে এই জগতে আমরা কেবল কর্মী, আমাদের শুধুই কর্ম করতে হবে, আমাদের ভাবতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কি কি কর্ম করবো।

যে কর্মের ক্ষমতা
তোমার নেই
তা তুমি শত চেষ্টাতেও
করতে পারবে না ।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা আমাদের মধ্যে যে কর্ম করার ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা অনুযায়ী কর্ম না করে আমরা সর্বদা চেষ্টা করি যে কর্মের ক্ষমতা আমাদর মধ্যে নেই সেই কর্ম করার। ফলে, ব্যবহারিক জীবনে আমরা কর্ম করতে গিয়ে প্রায়ই ব্যর্থ হই।

সততার কাছে হার
হার নয়
মিথার কাছে হার
বড় হার।

অনেক সময় ব্যবহারিক জীবনে অনেক ঘটনা বা অনেক পরিস্থিতিতে যখন আমরা হেরে যাই,

তখন আমাদের মানসিক ভাবে বিচার করে দেখতে হবে আমাদের হার সত্যের কাছে হোল না মিথ্যার কাছে হোল। যদি তা সত্যের কাছে হয় তাহলে তা হার নয় কিন্তু যদি তা মিথ্যার কাছে হয় তাহলে বুঝতে হবে সত্যিই হার হয়েছে।

সব দংশন তো সহ্য করলি
পারবি বিবেকের দংশন সহ্য করতে?

আমরা ব্যবহারিক জীবনে এমন অনেক ঘটনা করে ফেলি যে ঘটনাটি অপরাধমূলক হলেও, অন্যে তার সমালোচনা করলেও আমরা অহংকারবশত তাকে এড়িয়ে চলি বা অগ্রাহ্য করি কিন্তু যদি কখনো আমাদের বিবেক জেগে ওঠে ও সেই ঘটনার সমালোচনাকে এড়িয়ে যেতে?

সব তো তোকে
ঘিরে আছে
চক্ষু মেলে দেখ না।

আমরা জ্ঞান লাভের জন্য দেশে বিদেশে দৌড়তে থাকি এবং নানান বিষয় দেখে আমরা নিজেদেরকে জ্ঞানী বলে অহংকার করি কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার জন্য কখনোই বিষয় অভিমুখী হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত জ্ঞান লুকিয়ে আছে আমাদের নিজের মধ্যে একবার যদি আমরা তা দেখতে পাই তাহলে কখনো জ্ঞান লাভের জন্য আমরা দেশে বিদেশে দৌড়বো না।

যে মন যত নিচু
চিন্তা করে
সেই মন তত
উঁচু চিন্তা করে।

একটি সুতোয় বেঁধে যদি আমরা একটি বলকে পূর্ব - পশ্চিমে বা উত্তর - দক্ষিণে দুলিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাব, বলটি দুলতে দুলতে পূর্ব দিকে যতটা যাচ্ছে পশ্চিমে দিকেও ঠিক ততটাই যায় কমও নয় আবার বেশিও নয়। ঠিক তেমনিভাবে মনের চিন্তার বিষয় যেমন সবচেয়ে নিচু বিষয় তেমনি সবচেয়ে উঁচু বিষয়ও, অর্থাৎ মন যতটা নিচু চিন্তা করবে ঠিক ততটাই সে উঁচু চিন্তা করবে।

কোন কিছুতে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করলে
সফল হওয়া যায়।

বিশ্বাসে কিঞ্চিৎ সংশয়
থাকলে পরাজয় ঘটে।

ব্যবহারিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস রূপ মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য। বিশ্বাস ছাড়া আমরা একটি পাও মাটিতে ফেলতে পারি না, জীবনে চলার পথে আমরা অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারি না প্রায়ই আমরা অবিশ্বাস করে ফেলি, কিন্তু কোন বিষয়ে আমাদের সাফল্য নিশ্চিত, আর কিঞ্চিত অবিশ্বাস আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে আমরা নিশ্চিত সাফল্য থেকে সরে আসবো।

সদা আনন্দ মনের ধর্ম
ক্ষুদ্র চিন্তা মনের
আনন্দকে দূর করে দেয়।

আমাদের ব্যক্তি মন এক বৃহৎ মনের অংশ। যে বৃহৎ মনের অংশ আমাদের ব্যক্তিমন সেই বৃহৎ মনের স্বরূপ হল সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। ঐ বৃহৎ মন আমাদরে ক্ষুদ্র দেহে প্রবেশ করে জীববৃত্তি নিয়ন্ত্রণে থেকে ক্ষুদ্র চিন্তা করার ফলে, মনের সদানন্দ ভাব মন থেকে চলে যায়।

আত্মশক্তি হোল মানুষের বল
এই শক্তির বলে মানুষ
পাথর ভেঙ্গে ফেলে
এই শক্তি হারালে
মানুষ জড় হয়ে যায়।

আত্মশক্তি হোল মানুষের মূল শক্তি যে শক্তি মানুষ অর্জন করে সততার দ্বারা অর্থাৎ সৎ ভাবনা ও সৎ কর্মের দ্বারা, ঐ শক্তি যিনি যথার্থভাবে অর্জন করতে পারবেন তিনি যত দূরহ কর্ম হোক না কেন তা করতে পারবেন। আর যিনি অসততার দ্বারা ঐ শক্তি হারিয়েছেন তিনি জড় বস্তুর সমান হয়ে পড়েন তার ফলে, কোন দূরহ কাজ তার পক্ষে করা অসম্ভব।

মানুষ অশান্তি অনুভব করে তখনই
যখন সে তার
পাওয়াটাকে ছোট মনে করে
মানুষ যা পেয়েছে তাকে
বড় করে দেখলে
কখনো অশান্তি অনুভব করে না।

এই জগতে আমরা যথার্থ শ্রমের দ্বারা যা পাই বা সততার দ্বারা আমরা যা উপার্জন করি তাহাই আমার যথাযথ প্রাপ্য বলে আমাকে মনে করতে হবে এবং তার দ্বারা আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। এই ভাবনা যিনি করেন তিনি কখনো শ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত বিষয় নিয়ে অশান্তি অনুভব করেন না। যিনি সততার দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হন না তিনিই কেবল অশান্তি অনুভব করেন।

মনুষ্যত্বের পূজারি আমি
তাইতো
সর্বে শক্তি মান।

মনুষ্যত্ব মানুষের মনেরই এক শক্তি যা প্রধান শক্তি যিনি সকল ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করতে পারেন, তিনিই হলেন সকল কর্ম করার ক্ষেত্রে যথার্থ শক্তিমান।

সহ্য শক্তি
সকল শক্তিকে
হার মানাতে পারে।

ব্যবহারিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রায়ই ক্ষুদ্র শক্তিগুলি আমাদেরকে বা আমাদের সততাকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে চায়, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র শক্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে যে শক্তি সে হোল আমাদের মনেরই এক শক্তি যা সহ্যশক্তি, এই সহ্যশক্তিই পারে সকল ক্ষুদ্র শক্তিকে হার মানাতে। এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

সদর্থক চিন্তা মানুষকে
এগিয়ে নিয়ে যায়,
নঞর্থক চিন্তা মানুষকে
পিছিয়ে দেয়।

মানব জীবনে পথ চলতে গিয়ে নানাভাবে আমরা বাধা পেয়ে ভেঙ্গে পড়ি, ভাবতে শুরু করি আর বোধহয় এগোনো যাবে না আর বোধহয় আমরা কিছু করতে পারবো না। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা, চলার পথে যদি আমরা নানারূপ সদর্থক চিন্তা নিয়ে আসি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের জীবন গতিময় জীবন। আমরা বাধা পেরিয়ে অনেক কিছুই করতে পারি। আর যিনি কেবল নঞর্থক চিন্তা করেন বাধা পেয়ে থেমে যান চলার গতিকে রোধ করে ফেলেন তিনি চূড়ান্তভাবে তার পতন ডেকে আনেন এবং তার পতন হয়।

গতি মানতায় জীবনের
মূল্যকে পাওয়া যায়।
গতি হারিয়ে গেলে জীবন
জড়ে পরিণত হয়।

সকল মানুষ এই জগতে এক একজন কর্মীরূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন জগৎটি সুন্দর করে যাওয়ার জন্য বা জগতে তাদের কর্মের চিহ্ন রেখে যাওয়ার জন্য, যিনি প্রকৃত কর্মী তিনি সারা জীবন কর্ম করে যান কখনো তিনি কর্ম থেকে বিরত থাকেন না। তিনি সর্বদা গতিমান কর্ম থামিয়ে ফেলেন তিনি জড় হয়ে যান ও জাবনের মূল্য খুঁজে পান না।

তুমিতো পার
নিজেকে তুলতে
নিজেকে ফেলতে
ভেবে দ্যাখো তুমি কি করবে!

আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো আমরা বিচার বুদ্ধিশীল জীব, এবং বিচার বুদ্ধি আমাদেরকে পরিচালনা করে এবং আমরা বিচার বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারি কোনটি যথার্থ আর কোনটি অযথার্থ। কাজেই আমরা বিচার বুদ্ধির দ্বারা যথার্থ কর্ম করলে নিজেদেরকে বড় করতে পারবো, আর যদি আমরা বিচার বুদ্ধির দ্বারা অযথার্থ কাজ করি তাহলে আমরা নিচে নেমে যাব, কাজেই আমাদেরকে ঠিক করতে হবে আমরা কোনটি করবো?

সংবেদন হলো
মেঘ
ওতো আসে চলে যায়
থাকে স্বচ্ছ মন।

আমাদের মন একটি স্বচ্ছ দর্পণ যেখানে বিভিন্ন ধরণের সংবেদন প্রবেশ করে এবং ঐসব সংবেদনগুলি কেবল আসে ও চলে যায়। অর্থাৎ মনের মধ্যে ভালো ও মন্দের সংবেদন প্রবেশ করে, তারা যেমন আসে তেমনি ধীরে ধীরে চলে যায়। কিন্তু মন সর্বদা ঠিক তার পূর্বের অবস্থায় থাকে।

তুমি তাকেই তোমার
আদর্শ ভাববে

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

নোনাবিরামপুর ঃঃ এক্তারপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত বাজকুল মিলন মেলা, ২০২২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে।

আমাদের অঙ্গীকার পূরাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট ঃ-

১. গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
২. স্ব-নির্ভর, স্বচ্ছ, সংবেদনশীল সুশাসন যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে গ্রামবাসীকে উপহার দেওয়া।
৩. পঞ্চায়েতের সুফল সমস্ত পরিবার সহ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪. আই. সি. ডি. এস., এস. এস. কে., এম. এস. কে., প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল গুলিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানো সহ পঠন পাঠনের মানোন্নয়ণ ও নির্মল ভারত মিশনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া।
৫. জননী সুরক্ষা, শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, টীকাকরণ কর্মসূচীর দ্বারা ও মাননীয় বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি মহাশয়ের প্রদত্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এবং ডেঙ্গু, রুবেলা প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণের সচেতনতার প্রচার দ্বারা জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করা।
৬. বনসৃজন, পরিবেশ উন্নতিকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, শৌচাগার, ঢালাই রাস্তা, বৈদ্যুতিকরণ সুনিশ্চিত করা ও কম্যুনিটি টয়লেট গড়ে নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা।
৭. MGNREGA -এর কাজে মহিলাদের আরও বেশী অংশগ্রহণে উদ্যোগী হওয়া ও সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করা।
৮. স্বাস্থ্য সাথী, সমব্যথী সহ- সামাজিক সুরক্ষা এর মতো জনকল্যাণ প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণ করা।
৯. PMY, Gitnjali প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ।
১০. গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসেব GPMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা ও সমস্ত পরিষেবা Software এর দ্বারা সম্পন্ন করার আন্তরিক চেষ্টা।
১১. সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

রিন্টু রানা	**তপন কুমার বর্মন**
উপ-প্রধান	*প্রধান*
গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত	গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

বাসুদেববেড়িয়া ৮ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

উদবাদাল ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের লক্ষ্য-

মা-মাটি মানুষের জন্য শান্তি, সুশাসন ও উন্নয়ন

এখন পর্যন্ত যা করতে পেরেছি

১। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকলের জন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা।
২। প্রতিটি মৌজায় প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুতায়ন -এর ব্যবস্থা।
৩। মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ। পুকুর ও জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে "জল ধরো জল ভরো" -এর বাস্তবায়ন। জব-কার্ডধারী পরিবারের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা।
৪। প্রত্যেক মৌজায় কংক্রীটের রাস্তা উন্নতিকরন।
৫। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে মিলের সুষ্ঠু রূপায়ণ।
৬। প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা।
৭। বাংলা আবাস যোজনায় গরীব মানুষের বাসগৃহ নির্মাণ।
৮। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার মাধ্যমে গরীব মানুষের সু-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
৯। বয়স্ক মানুষের জন্য বার্ধক্যভাতা ও বিধবা মা-বোনেদের জন্য বিধবা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১০। অ-সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।
১১। ভূমিহীন ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে আমআদমি বীমা যোজনার বাস্তব রূপায়ণ।
১২। কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ধান, সার ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা।
১৩। কৃষকদের জন্য কৃষান ক্রেডিট কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা।
১৪। গ্রুপের মাধ্যমে আনন্দ ধারা প্রকল্পের সম্যক রূপায়ণ।
১৫। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যদের ও তার পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

আসুন সবাই মিলে গান্ধীজীর স্বপ্নের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুন্দর ভারত গড়ে তুলি।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সহ -

শ্রী দীপঙ্কর খাটুয়া
উপ-প্রধান

শ্রী রাজকুমার কয়াল
প্রধান

বাসুদেববেড়িয়া ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত

তৃপ্তি — অতৃপ্তি

ডঃ রাকা মাইতি (কবি)
অধ্যাপিকা, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

সেদিনটা ছিল এক কল্পমুহূর্ত।
মানসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল,
সুদূর নীহারিকা মণ্ডলীর ছায়াপথে।
মানসের স্বপ্নিলঅশীম ভালবাসায়,
আমার অবচেতন মন নিমজ্জিত।
ওর গাঢ় গভীর ভালবাসায়,
আমি পূর্ণা নারী হয়েছিলাম,
ওর আবেশবিহ্বল 'প্রিয়া' সম্বোধনে,
আমি পূর্ণা জায়া হয়েছিলাম।
ওর সন্তানের মা সম্বোধনে
আমি পূর্ণাজননী হয়েছিলাম।
কিন্তু মানস,
আমি কি জীবনে তোমাকেই কামনা করেছিলাম?
তুমি কি আমার পরম কাঙ্খিত পুরুষ?
তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী হয়ে কি আমি সুখী?
সেদিনটা ছিল এক বাস্তবক্ষণ।
জীবনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল,
অসম্ভব ভিড়ে ঠাসা পাঁচ নম্বর বাসে।
জীবনের বাস্তব সসীম ভালবাসায়,
আমার সচেতন মন নিমজ্জিত।
ওর ছকে বাঁধ কেজো ভালবাসায়
আমি পূর্ণা নারী হয়েছিলাম
ওর মোহময় 'প্রিয়া' সম্বোধনে
আমি পূর্ণা 'জায়া' হয়েছিলাম।
ওর সন্তানের 'মা' সম্বোধনে,
আমি পূর্ণা 'জননী' হয়েছিলাম।
কিন্তু জীবন,
আমি কি জীবনে তোমাকেই কামনা করেছিলাম?
তুমিই কি আমার পরম কাঙ্খিত পুরুষ?
তোমার বাস্তবসঙ্গিনী হয়ে কি অমি সুখী?

—০ঃঃঃ০—

বিখ্যাত মানুষ

স্বরাজ কুমার করণ

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ-

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২ খ্রিঃ) মনীষী ও যুগনায়ক। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য এবং তাঁর ধর্মমতের প্রচারক। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবাব'র আদর্শ নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন এবং বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা করেন।ভগিনী নিবেদিতা তাঁর শিষ্যা। নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। দেশের যুব সমাজকে সমাজ ও জীবসেবায় উধ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। বাংলা চলিত ভাষায় অসামান্য দক্ষতা ছিল। ইংরেজীতে 'কর্মযোগ', 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি এবং বাংলায় 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ঃ-

(১৮৭৩ - ১৯৪৬খ্রিঃ) চিকিৎসাবিদ। কালাজ্বরের এখমাত্র ওষুধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। গণিতে অনার্সসহ বি. এ. রসায়নে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। ডাক্তারি পড়াকালীনও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা মেডিকেল স্কুলে এবং কলকাতার মেডিকেল কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নের অধ্যাপকও ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর লেখা বিখ্যাত বই "ট্রিটিজ অন কালাজ্বর"। দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরীর জন্য 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালে 'নাইট' উপাধি পান।

অগ্নিবেশ ঃ-

(খৃঃ পূঃ অষ্টম শতক) প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎশা শাস্ত্রজ্ঞ। জন্মথান মগধ, সঠিক জন্মকাল জানা যায়নি। দুটি আশ্রম ছিল তাঁর, একটি তক্ষশিলায়, অন্যটি কাশীতে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গবেষণা করে তিনি বারো হাজার শ্লোক সমন্বিত এখ গ্রন্থ রচনা করেন, নাম 'অগ্নিবেশ তন্ত্র'। তাঁর জীবনকে ঘিরে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত, তবে সেগুলির সত্যতা প্রমাণসাপেক্ষ।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ঃ-

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-০১০৫৩খ্রিঃ) বিখ্যাত ভারতীয় পন্ডিত ও তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান প্রচারক। বিক্রম-মণিপুরের রাজা কল্যাণশ্রীর পুত্র। পূর্বনাম - আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বছর বয়সে

দন্ডপুরীর মহাসঙ্ঘের আচার্য শীল রক্ষিত তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং 'শ্রীজ্ঞান' উফাধি দান করেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'বেধিপাঠ প্রদীপ পঞ্জিকা', 'বোধপাঠপ্রদীপ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ-

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৫ - ২০০২ খ্রিঃ) কথাসাহিত্যিক এবং অসাধারণ ছড়ালেখক। ওড়িষ্যার ঢেনকালনে শিক্ষা শুরু। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (ইংরেজি অনার্সে প্রথম)। এম. এ. পড়ার সময়ইআই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সরকারী খরচে বিলেতে যান। 'পথে প্রবাসে', 'জাপানে' তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী। প্রতম উফন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা'। এ ছাড়া অন্যান্য উপন্যাস 'সত্যাসত্য' (পাঁচ খন্ড), ক্রান্তদর্শী (চার খন্ড), 'রত্ন ও শ্রীমতী', 'কন্যা', 'ফেরা' প্রভৃতি। 'সাহিত্য আকাদেমী' পুরস্কার, 'পদ্মভূষণ' ও 'দেশিকোত্তম' উফাধি পান তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ - ১৯৫১ খ্রিঃ) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ও শিশু সাহিত্যিক। গুণেন্দ্রনাথের এই পুত্র প্রথাগত শিক্ষা বিশেষ গ্রহণ না করলেও ইংরেজী, ফরাসি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রীতিমতো দখল ছিল। ইতালীয় শিল্পী গিলার্দি এবং ইংরেজ শিল্পী পাসারের কাছ প্যাস্টেল, জল - রং এবং তেল - রং দিয়ে ছবি আঁকা শেখেন। প্রথমদিকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি আঁকতেন, পরে 'বজ্রমুকুট', 'ঋতুসংহার', 'বুদ্ধও সুজাতা' প্রভৃতি বিখ্যাত ছবি আঁকেন। তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন, 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি' স্থাপন করেন। 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী', 'ভুতপেত্রীর দেশে', 'আপন কথা' প্রভৃতি বই বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

অরবিন্দ ঘোষ ঃ-

অরবিন্দ ঘোষ (ঋষি অরবিন্দ) (১৮৭২ - ১৯৫০খ্রিঃ) সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আধ্যাত্মিক গুরু। সুশিক্ষিত এই মানুষটি বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন কিছুদিন। আলিপুর বোমা মামলায় মুক্তি লাভ করে ধর্মনৈতিক জীবন গ্রহণ করেন। ফরাসি মহিলা মাদাম পল বিশার (শ্রীমা) এবং তিনি পন্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করেন। ৩০টিরও বেসি ইরেজি গ্রন্থ ও দুটি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'দ্য লাইফ ডিভাইন'।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ঃ-

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১ - ১৯৪৪ খ্রিঃ) রসায়নবিদ। ভারতবর্ষের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য

ও ওয়ুধ কারখানা বেঙ্গল ্যকমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' -এর প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় রসায়ন - বিজ্ঞানিদের একটি গোষ্ঠীও তৈরী করেন। বাংলাদেশে (অখন্ড) বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। গান্ধিজীর নেতৃত্বে সংঘটিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

আবুল কালাম আজাদ ঃ-

আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮ - ১৯৫৮ খ্রিঃ) ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট চিন্দাবিদ। মৌলানা আজাদ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। কর্ম জীবনের শুরুতেই সাংবাদিক হিসেবে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে সওয়াল করেন। যুক্ত হয়েছিলেন খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে। গান্ধিজী স্বদেশী ও স্বরাজের আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাঁর স্মরণীয় কীর্তি ইউনির্ভাসিটি গ্রান্টস্ কমিশনের প্রতিষ্ঠা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ-

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ১৯২৪খ্রিঃ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর তেজস্বী চরিত্রের জন্য 'বাংলার বাঘ' নামে বিখ্যতৈ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর হন। এর একটি পদার্থবিদ্যা। ওকালতি পাশ করেন এবং ডক্টর অফ ল হন। পালি, ফরাসি ও রুশ ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। কিছুদিন রাজনীতি করেন। 'ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস' এভং 'ইকুয়েশন' -এ তাঁর জ্ঞানের গভীরতার সমাধান ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বিদেশের পন্ডিতরা অভিনন্দন জানান। ১৯০৬ - ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উফাচার্য ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (১৮২০ - ১৮৯১খ্রিঃ) শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। পরকৃত পদবী বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট্ট ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মাত্র ৯ বছর বয়সেই সংস্কৃত কলেজ তাঁকে ভতি নিয়ে নেয়। ১৮৩৯ সালে তিনি হিন্দু 'ল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং ওই বছরই সংস্কৃত কলেজড তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করে। কাব্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ১৮৫১ সাল থেকে শুরু করে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। ছাত্রপাঠ্য বহু গ্রন্থ লিখেছেন, যেমন — 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমালা', 'উপ ক্রমণিকা' প্রভৃতি। রয়েছে বেশ কিছু অনুবাদ গ্রন্থও। যেমন — 'ভ্রান্তিবিলাস', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি। বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমাজসংস্কারক হিসেবে তাঁর প্রধান কীর্তি, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও

তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ঃ-

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি (১৮৬৩ - ১৯১৫ খ্রিঃ) শিশুসাহিত্যিক। শিক্ষা কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট এভং প্রেডেন্সি কলেজে। ছেলেদেরে 'রামায়ণ', ছেলেদের 'মহাভারত', 'টুনটুনি'র বই', 'গুপি গাইন, বাঘা বাইন' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বই। ১৯১৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ' পত্রিকা। গান-বাজনার প্রতি ঝোঁক থেকে উপেন্দ্রকিশোর গান লিখেছেন। চিত্রশিল্পী হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। তেল-রং ও জল-রং -এ অনেক ছবি এঁকেছেন, যেমন — 'হিন্দুসথানী উফকথা' বা রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতার ছবি। মুদ্রণ পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'উ. রায় অ্যান্ড সন্স' কোম্পানি থেকেই এদেশে প্রসেস শিল্পের বিকাশ শুরু হয়।

কাজিনজরুল ইসলাম ঃ-

কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬ খ্রিঃ) কবি। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৯১৭ তেকে ১৯১৯ পর্যন্ত কাজ করেন সেনাবাহিনীতে। প্রথম কবিতা 'মুক্তি'। ১৯২১ সালে রচনা করেন 'বিদ্রোহী' কবিতা' এবং সঙ্গে সঙ্গেই বৃহত্তর পাঠক সমাজে পরিচিতি লাভ। ১৯২২ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ধুমকেতু' পত্রিকা। এই পত্রিকায় তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরেন।ব্রিটিশ সরকার এই পত্রিকা বন্ধ করে দেয় এবং তাঁর এক বছরের জেল হয়। ১৯৪২ সালে তিনি পক্ষাগাতগ্রস্ত হয়ে নির্বাক ও বোধশক্তিহীন হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট ঢাকাতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

কালিদাস ঃ-

কালিদাস (আনু. খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক) কবি ও নাট্যকার। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন হিসেবে খ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যজগতের প্রক্যাক ব্যক্তিত্ব কালদিাস। তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'রঘুবংস', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালবিক্যাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি।

চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন ঃ-

চন্দ্রশেকর রামন বেঙ্কটর রামন (১৮৮৮ - ১৯৭০ খ্রিঃ) বিজ্ঞানী। চেন্নাই -এর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাস করেন। পদার্থবিদ্যায় এম. এ. পাস করে ফিনানসিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি করতে আসেন কলকাতায়। প্রথমে চতাঁকে আকর্ষণ করে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টি ভেশন অব্ সায়েন্স'। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ তৈরী হওয়ার পর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পালিত প্রফেসর করে তাঁকে সেখানে নিয়ে এলেন। উপকরণ সামান্য, কিন্তু তা নিয়েই তিনি 'আলোর বিক্ষেপণ' বিষয়ে

গবেষণা করতে থাকেন। এই গবেষণার ফলস্বরূপ ১৯৩০ সালে পামন এফেক্ট-এর জন্য প্রথম ভারতীয় হিসেবে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।

চরক ঃ-

চরক (খ্রিঃ পূ. ২ শতক) আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। চরককে আয়ুর্বেদিক চিকিৎস্যাবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ছরক সংহিতা'। তাঁর এই গ্রন্থে পাওয়া যায় ভ্রূণের সৃষ্টি ও গঠন, মানবশরীরের গঠন, নানা রোগের লক্ষণ ও শ্রেণিবিভাগ, রোগনির্ণয়, নানা রোগের চিকিৎস্যা ও যৌবনলাভের বৈজ্ঞানিক উপায়। চরক নানারকমভাবে ওষুধ তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছেন। জীবজন্তুর দেহ থেকে সংগৃহীত কিছু জিনিস এবং খনিজ থেকে ওষুধ তৈরির কথা বলেছেন,গাছগাছড়াতো আছেই।

জগদীশচনদ্র বসু ঃ-

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮ - ১৯৩৭ খ্রিঃ) বিজ্ঞানী। আদি নিবাস ঢাকা। উদ্ভিদদের যে জীবন আছে সেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছন। বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেন। বিনা তারে বার্তা পাঠানোর পদ্ধতি তিনিই আবিষ্কার করেন।

জন এফ. কেনেডি (১৯১৭ - ১৯৬৩ খ্রিঃ) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ১৯৬০ সালে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হয়তো পালনও করতেন, কিন্তু ১৯৬৩ সালে আসওয়াল্ড নামে এখ ঘাতকের হাতে গুলিতে নিহত হন।

জীবনীনন্দ দাশ ঃ-

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯০ - ১৯৪৫ খ্রি.) কবি। রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মা কুসুমকুমারী দেবীও কবি ছিলেন। জন্মস্থান বরিশাল। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির', 'বনলতা সনে', 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মৃত্যুর পর বেশ কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়। অগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় রচিত। এদের মধ্যে 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'কারুবাসনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবিতার কথা নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থও আছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ঃ-

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০ - ১৯২৫ খ্রি.) দেশপ্রেমিক। বিখ্যাত আইড়জীবি। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। গান্ধিজীর আহ্বানেব্যারিস্টারি ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নিজের বাড়িটা পর্যন্ত দান করেন, এখন সেটাই 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে পরিচিত। স্ত্রী বাসন্তী দেবীও ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহচরী। চিত্তরঞ্জনের অন্য পরিচয় কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে। কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ'

প্রথম একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩ খ্রিঃ) সাহিত্যিক। বাংলা কাব্যসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য এবং ছন্দশাস্ত্রে মৌলিক অবদানের জন্য স্মরণীয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদ কাব্য'। এ ছাড়া তিনি 'বরজাঙ্গ না' ও 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য রচনা করেন। ওভিদের 'হিরোইন এপিল্‌শ্‌' অবলম্বনে লেখেন, নাম 'কৃষ্ণকুমারী'। ইংরেজি সনেটের অনুকরণে বাংলায় তিনি লেখেনে 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' নাটক। ইংরেজী সনেটের অনুকরণে বাংলায় তিনি লেখেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। ইংরেজি ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি এখ বিপ্লব আনেন। চারটি ইংরেজি সম্পাদনা করতেন। তিনি — 'মাদ্রাজ সারকুলেটর', 'এথেনিয়াম', 'হিন্দু' এবং মাদ্রাজ স্পেক্‌টেটর।'

মাতঙ্গিনী হাজরা ঃ-

মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৬৯ - ১৯৪২ খ্রি.) স্বাধীনতা সংগ্রামী। দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগও সেভাবে পাননি। তবু মানবিকতা আর প্রতিবাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। গান্ধিজীর অহিংস নীতিতে আস্থা রেখে ১৯৩২ -এ যোগ দেন অসহযোগ আন্দোলনে। গ্রেফতরাও হন। মেদিনীপুরের তমলুক শহরে ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এখ মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন।

মেঘনাদ সাহা ঃ-

মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩ - ১৯৫৬ খ্রি.) শিক্ষাবিদ ও দেশপ্রেমিক। দরিদ্র ঘরের সন্তান, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর কৃতিত্ব। রিলেটিভিটি, প্রেসার অফ লাইট ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষণার জন্য ডি. এস. সি. ডিগ্রি পান। আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান থিওরি অফ থার্মাল আয়োনাইজেশন নিয়ে কাজ করে। শিক্ষক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। প্রথমে পদার্থবিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণার স্কুল 'ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স' প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের উন্নতির জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। সারা জীবনে প্রচুর প্রবন্ধ ও বেশ কিছু বই লিখেছেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ঃ-

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯ - ১৯৪৮ খ্রি.) দেশনায়ক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন। অহিংসার পূজারি গান্ধিজীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৮৯৩-তে আইন ব্যবসায় পসার লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় পা রাখলেও ভারতীয়দের

প্রতিসরকারের বর্ণবিদ্বেষমূলক নীতির প্রতিবাদে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করে অহিংস পদ্ধতিতে এখ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯১৪ -তে সফল হয় তাঁরা প্রয়াস। এগ্নপর ১৯১৫ -তে দেশে ফিরে অহিংসা আর সত্যাগ্রহকে হাতিয়ার করেই আত্মনিয়োগ করেন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে। ১৯২০ সালে তাঁর তেৃত্বেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শরিি হয়। ১৯৪২ সালে নেতৃত্ব দেন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের। অনিবার্য ভাবেই কারারুদ্ধ করা হয় তাঁকে। নাথুরাম গড্সের গুলিতে গান্ধিজি নিহত হন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ-

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১০৯৩৮ খ্রি.) ঔপন্যাসিক। অতি সাধারণ মানু,কে অবলমর করে প্রাণবন্ত কাহিনি রচনা ছিল তাঁর সহজাত দক্ষতা। তিনিই সম্ভবত বাংলাভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক। তাঁর 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি চোটোগল্প বা ছোটো উফন্যাস অসাধারণ সৃষ্টি। তাঁকে দরদী কথা সাহিত্যিক ' বলা হয়।

সত্যজিৎ রায় ঃ-

সত্যজিৎ রায় (১৯২১ - ১৯৯২ খ্রি.) শিল্পী ও চিত্রপরিচালক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। চিত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বখ্যাত হলেও শিল্পী হিসেবেই আত্মপ্রকাশ। কবি সুকুমার রায়ের পুত্র। প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' কান্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার পায়। অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত ছবি — 'জলসা ঘর', 'কাঞ্চজ্ঘা', 'চারুলতা', 'ঘরে বাইরে', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি', আগন্তুক'। সাহিত্যিক হিসেবেও উচ্চর্পশংসিত, গোয়েন্দা ফেলুদা এবং প্রফেসার শঙ্কু তাঁর দৃষ্ট দুই অবিস্মরণীয় চরিত্র। বহু পুরস্কারে ভূষিত, তার মধ্যে আছে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অফ অনার', লাইফটাইম অ্যচিভমেন্ট অস্কার, ভারতরত্ন ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঃ-

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪ - ১৯৭৪ খ্রি.) পদার্থবিদ। বিশিষ্ট বিজৰানী প্ল্যাংক এবং পদার্থবিদ আইনস্টাইনের আলো সম্পর্কিত বিখ্যাত তত্ত্বগুলির অশম্পূর্ণতা দেখিয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন সেটি এঁদের মতো বিজ্ঞানীদের কাছেও তাঁকে শদ্ধেয় করে তোলে। সত্যেন্দ্রনাথের সংশেধনীটি 'বোস-আইনস্টাইন' নামে এবং তার প্রয়োগটি 'বোসআইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকিস' নামে পরিচিত হয়। কণিকা - পদার্থবিদ্যায় মৌলকণাগুলিকে যে-দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার একটি ভাগকে সত্যেন্দ্রনাথের পদবি অনুসারে নাম দেওয়া হয়েছে বোসন (Boson)।

পরিযাই মন

অঞ্জলি সামন্ত দাস

বর্ষা আসার আগেই
মনকে গুছাবো।
সমস্ত বাধা বিঘ্নকে দূরে সরিয়ে
শীতের শুরুতে —
পাড়ি দেবো তোমার কাছে।
পরিযাই পাখিরা যেমন যায় —
পাহাড়, সমুদ্র, নদী, দেশ।
ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।।

বসন্তের কোনো বিকেলেই
মুখো-মুখি হব।
তখন নতুন পাতা গাছে গাছে —
পলাশের আগুন রাঙা রং
পশ্চিম দিগন্তকে ঢাকবে।
মৌমাছির গুঞ্জন, কোকিলের চঞ্চলতা
ঝিম্ ধরাবে সমস্ত শরীর জুড়ে
এঁকিয়ে বেঁকিয়ে।।

আমার ব্যকুল অস্থিরতায় হার মানবে
পাথুরে পাহাড়ী পথের রুক্ষতা
ধূ - ধূ মরুভূমির তীব্র প্রখরতা

অভিপ্রায়

শেখর পাল

স্থীর বুদ্ধি অসীম ধৈর্য্য থেকে যুদ্ধের কামনা করছি।
প্রকৃতির প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।
অপ্রাকৃত কোনো কিছুর বিরুদ্ধে আমার সংগ্রামী বার্তা।
মৃত্যুর উপ কণ্ঠে দাঁড়িয়ে শচ্চীদানন্দ হতে চাই।
বৈরীতার বেড়া দিয়ে বেঁচে থাকার জীবনকে ঘৃণা করি
সত্যিকে বাক্‌রুদ্ধ করে মিথ্যাকে পোষোণ করা।
আমার হৃদয় থেকে যুদ্ধে সামিল হই।
এ আমার জন্মভূমির অধিকার।
হতাসার উল্লাসে বিলাস করা ব্যক্তিকে
নখাঘাতে ছিঁড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করি এ আমার অভিপ্রায়।

—০ঃঃঃ০—

যখন সমুদ্রের প্রবল উচ্ছাস
ভাঙবে সোনালী বালুতটে,
এ ভাঙা বুকে আমি প্রশান্তির শ্বাস নেবো
উড়ন্ত চিলের দিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে।।
তোমার উদাসীনতা মিসে যাবে
পাহাড়ের গম্ভীরতায়,
দু'চোখের কালো তারায়
দেখবো শ্যামলিমার সামিয়ানা।
তোমার খেলা চুলে মুখ রেখে শুনবো
জীবনের সুর - বেঁচে থাকার মন্ত্র,
সংগ্রামের গান
সমস্ত অনুভূতিকে
জাগিয়ে জাগিয়ে

—০ঃঃঃ০—

কলুষিত সমাজ

প্রকাশ তামলী

কারাগারে যারা বন্দী থাকে
সবাই কি দোষী হয়?
জেলের বাইলে ঘুরে যারা
সবাই সাধু নয়।।
ধর্ষণ আজ নিত্য খবর
কাগজের প্রতি পাতায়,
তবু ধর্ষকেরা ছাড় পেয়ে যায়
সামান্য কিছু টাকায়।।
পাপে আজকে ভরে গেছে
সমাজের প্রতি কোনায়,
বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে
রাতের নীরবতায়।।
সত্যের পথে আমার কলম
চলবে চিরকাল,
আমি হিন্দু হয়েও ভালোবাসি
কাজী নজরুল ইসলাম।।

—০ঃঃঃ০—

স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা

লী

পাহাড়ে পর্বতে উফত্যকায়,
গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে —
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথপ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছিনিঃসঙ্গ —
তুমি কোথায় — কোথায় — আমার প্রাণ, ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।
দিন, রাত্রি, হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে।
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়েডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁচেছে পথের প্রান্তে।
কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে,
মুহূর্ত মনে হয় যুগ যেন,
তখন — একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমাকে আমারি নাম ধরে।
মৃদু মধু আস্বাদের মতো এখ স্বর —
'পুত্র! আমার পুত্র! পুত্র মোর!'
সে কণ্ঠ বাজালো হৃদয়ে একটিসুরে —
আত্মার প্রতিটি তন্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে।

—০ঃঃঃ০—

প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনসহ—

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

জনগণের প্রতি আবেদন

১। গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহ ও ভূমি কর নির্দিষ্ট সময়ে জমা করুণ।
২। ট্রেড লাইসেন্স প্রতি বছর পুনর্ণবীকরণ করুণ।
৩। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশু জন্মগ্রহণ করলে বা কেউ মৃত্যুবরণ করলে ২১ দিনের মধ্যে সাব সেন্টারে নাম লেখান ও সঠিক তথ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহ করুণ।
৪। গর্ভবতী মা ও শিশুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত টীকাকরণ করান।
৫। বাড়িতে নয় সরকারী বা বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বাচ্চা প্রসব করান।
৬। প্রতিটি ষান্মাসিক ও বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত থেকে আপনার মতামত প্রদান করুন ও আপনার এলাকায় উন্নয়নে সহায্য করুন।
৭। ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত, তাই আপনার এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে শৌচমুক্ত রাখা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৮। আপনার এলাকায় প্রতিটি রাস্তা নলকূপ সহ সকল সম্পদ, আপনার সম্পদ, একে রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৯। গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে তৈরি সকল সাবমার্সিবল পাম্পের কমিটি গঠন করুন ও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করুন। বিদ্যুৎ চুরি করা আইনগতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।
১০। ১০০ দিনের কাজের যুক্ত অদক্ষ শ্রমিকের জবকার্ডের সঙ্গে আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বাধ্যতামূলক।
১১। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে স্বচ্ছতার সহিত ত্বরান্বিত করুন।

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গীকার

১। প্রতিটি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান। ২। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগারের অঙ্গীকার।
৩। প্রতিটি রাস্তা ঢালাই -এর অঙ্গীকার। ৪। PMAY নথীভুক্ত পরিবারকে গৃহ প্রদান।
৫। প্রতিটি মানুষকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে সুষ্ঠ পরিষেবা ও তথ্য প্রদান। ৬। মানুষকে ন্যায় প্রদান।
৭। প্রতিটি মানুষকে সংসদমুখী করে তোলা।

এই পঞ্চায়েত আপনার।
আপনার চিন্তা ভাবনায়
আপনার মানব সম্পদের সাহায্যে
সমৃদ্ধ হোক এই পঞ্চায়েত।
এই পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন
আপনিই করবেন।
।। পঞ্চায়েত শুধুমাত্র সাহায্য করবে ।।

উমা ভূঞ্যা	অশেষ পড়িয়া	সেক রেজাক
উপ-প্রধান	*নির্বাহী সহায়ক*	*প্রধান*
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাকরা গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাকরা ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

সেক মহম্মদ সেলিম
উপ-প্রধান

বর্ণিতা মাইতি (সাউ)
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

বিবেকানন্দের পত্রাবলী

৭৩

(অদ্যাপক রাইটকে লিখিত) সেলেম ৩০শে আগষ্ট, ৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী[১]

আজ এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি। মনে হয়, চিকাগো থেকে আপনি কিছু উত্তর পেয়েছেন। মিঃ স্যানবর্ন -এর কাছ থেকে পূর্ণ নির্দশেসহ আমন্ত্রণ পেয়েছি। সুতরাং সোমবার সারাটোগা যাচ্ছি। আপনার গৃহিণীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। অস্টিন ও অন্যশিশুদের ভালবাসা দেবেন। আপনি সত্যই মহাত্মা এবং শ্রীমতী রাইট অতুলনীয়।

প্রীতিবদ্ধ বিবেকানন্দ

পত্রাবলী

৭৬

চিকাগো, ২রা অক্টোবর, ৯৩

প্রিয় অধ্যাপকজী,

আমার দীর্ঘ নীরবতার বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন জানি না। প্রথমত ঃ মহাসভায় আমি শেষ মুহূর্তে একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে হাজির হয়েছিলাম। কিছু সময় তার জন্য নিদারুণভাবে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঃ মহাসভায় প্রায় প্রতিদিন আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছে, ফলে লিখবার কোন সময়ই করে উঠতে পারিনি। শেষ কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, হে হৃদয়বান বন্ধু, আপনার কাছে আমি মনই ঋণী যে, তাড়াহুড়ো করে চিঠির উত্তর দেবার জন্যেই — কিছু একটা লিখে পাঠালে তা আপনার অহেতুক সৌহার্দ্যের অমযাদা হতো। মহাসভার পাট এখন চুকেছে।

প্রিয় ভ্রাতা, সেই মহাসভায়, যেখানে সারা পৃথিভীর বিশিষ্ট বক্তা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত, সেখানে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে এবং বক্তৃতা দিতে আমার যে কি ভয় হচ্ছিল! কিন্তু প্রভু আমাকে শক্তি দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন আমি বীরের মতো (?) সভকক্ষে শ্রোতাদের সম্মুখীন হয়েছি। যদি আমিসফল হয়ে থাকি, তিনিই শক্তিসঞ্চার করেছেন;যদি আমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে থাকি -তা যে হব আমি আগে থেকে জানতাম - তার কারণ আমি নিতান্ত অজ্ঞান।

আপনার বন্ধু অধ্যাপক ব্র্যাডলি আমার প্রতি খুবই দয়া প্রকাশ করেছেন এবং সবসময় আমাকে

উৎসাহিত করেছেন। আহা! সকলে আমার প্রতি — আমার নতো নগণ্যের প্রতি কী না প্রীতিপরায়ণ, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না! প্রভু ধন্য, জয় হোক তাঁর, তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে ভারতের দরিদ্র অজ্ঞ এখ সন্ন্যাসী এই মহাশক্তির দেশে পণ্ডিত ধর্মযাজকদের সমতুল গণ্য হয়েছে। প্রিয় ভ্রাতা, জীবনের প্রতিটি দিনে আমি যেভাবে প্রভুর করুণা পাচ্ছি, আমার ইচ্ছা হয়, ছিন্নবস্ত্রে ও মুষ্টিভিক্ষায় যাপিত লক্ষ লক্ষ যুগব্যাপী জীবন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাই - কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর সেবা করে যাই।

আহা, আমি কি ভাবেই না চেয়েছি, আপনি এসে ভারতের কয়েকজন মধুর - চরিত্র ব্যক্তিকে দেখে যান — কোমল প্রাণ বৌদ্ধ ধর্মপালকে, বাগ্মী মজুমদারকে; অনুভব করবেন, সেই সুদূর দরিদ্র ভারতেও এমন মানুষ আছেন, যাঁদের হৃদয় এই বিশাল শক্তিশালী দেশের মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সমতালে স্পন্দিত হয়।

আপনার পুণ্যবতী পত্নীকে আমার অশীম শ্রদ্ধা। আপনার মধুর সন্তানগুলিকে আমার অনন্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

যথার্থ উধারমনা কর্ণেল হিগিনসন আমাকে বলেছেন যে, আপনার কন্যা তাঁর কন্যাকে আমার বিষয়ে কিছু লিখেছেন। কর্ণেল আমার প্রতি খুবই সহানুভূতিপরায়ণ। আমি আগামী কাল এভানস্টনে যাচ্ছি। সেখানে অধ্যাপক ব্র্যাডলিকে দেখব, আশা করি।

প্রভু আমাদের সকলকে পবিত্র থেকে পবির্তর করুণ, যাতে আমরা এই পার্থিব দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগেই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারি।

বিবেকানন্দ

—০ঃঃঃ০—

স্যারের প্রশংসায় সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি ও আমার অনুভব

ড. কাঞ্চন কুমার ভৌমিক

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্রদ্দেধয় নির্মল চন্দ্র মাইতি মহোদয়ের প্রতিধ্বনি। ভারত সরকারের কাজে উরোপ, আফ্রিকা সোভিয়েত রাশিয়া, এশিযার বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ালেও দেশের মাটির টানে শ্রদ্ধেয় মাইতি স্যারের ডাকে সাড়া দিয়ে বহু জায়গায় সময় কাটিয়েছি ভালো কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে। কারণ শ্রদ্ধেয় মাইতি স্যার স্বপ্ন দেখতে ভীষণ ভাসতেন ও সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ দিতে আমাদের নিয়ে পাগলের মত ছুটে বেড়াতেন। প্রসঙ্গত একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ করি। দিনটি ৯ই মার্চ, ২০১৭ দিল্লীর রাষ্টরপতি ভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় স্যারের সাথে আমাদের সাক্ষাতকার। শ্রদ্ধেয় নির্মল চন্দ্র মাইতি স্যারকে নিয়ে অধ্যাপক গোবিন্দপ্রসাদ করের লেখা বই 'অনন্য জাতীয় শিক্ষক নির্মল চন্দ্র মাইতি' উপহার স্বরূপ নিয়ে গেলাম। বইটি হাতে নেওয়ার পর স্বয়ং মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় নির্মল মাইতি স্যারের প্রশংসা শুরু করলেন। টের পেলাম এক অসামান্য আবেগে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি স্মৃতি রোমন্থনে ভেসে গেলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের সমস্ত প্রোটকল ভেঙে প্রায় আধঘন্টা সময় ধরে মাইতি স্যারের স্তুতি করলেন। এক অনন্য নস্টালজিয়ায় আমিও ভেসে গেলাম ক্ষণিকের জন্য। তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ সহ ওনার পাঁশকুড়ায় জীবনকালে নানাবিধ কাহিনী তুলে ধরেছিলেন। অবাক হলাম স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সাথে শ্রদ্ধেয় মাইতি স্যারের স্বধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী দিনগুলি স্মৃতিচারণ শুনে। আলপচারিতার পাশাপাশি ভারতের কৃষির অবস্থা স্বল্প পরিসরে যতটা সম্ভব আমার মতো করে বলার চেষ্টা করেছিলাম। সবুজ বিপ্লবের জনক স্বামী নাথন স্যারের কথার সূত্র ধরে বলেই ফেললাম 'যদি কৃষি ভুল পথে চলে, তাহলে দেশের আর কোন কিছুই সঠিক পথে চলার সুযোগ নেই।'

যোগ করলাম রবীঠাকুর ও বিবেকানন্দের কৃষি ভাবনা। আমাদের পরম্পরা কৃষি। বলতে ভুললাম না দেশের স্বাধীনতা বা পরবর্তী দশকে খাদ্য নিরাপত্তায় সবুজ বিপ্লব জরুরি হলেও সত্যিকারের খাদ্য, পুষ্টির নিরাপত্তায় কৃষি আবারও ভুল পথে। অত্যধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও বিষের কৃষিফলন বিশ্বব্যাপী সংকটে। আজ বাড়িতে বাড়িতে সুগার, প্রেসার এমনকি ক্যান্সারের মারণব্যাধি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট আরও ভয়ঙ্কর।

—০:::০—

ভাষা খুঁজে ফিরি

শ্রীলেখা দাঁ

(অধ্যাপিকা বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়)

উঁচু উঁচু পর্বত যেখানে বসত করে শবরী বালা
গলাতে গুঞ্জরী মালা চোখ তার কৃষ্ণচূড়াময়
যে ভাষায় চণ্ডীদাসের রাধার অন্তরের ব্যথা
শ্যামের মর্মে বিদ্ধ হয় —বেহুলা সতীভেসে যায় গাঙ্গুরের জলে —
যে ভাষায় দুঃখিনী ফুল্লরা বারোমাস্যা গায়
যে ভাষায় লালন ফকির খুঁজে ফেরে মনের মানুষ ।
মধু কবি ফিরে আসে বঙ্গভাষার কোলে / লিখে রাখে সমাধি ফলক।
যে ভাষার আহ্বানে লক্ষ মিছিল চলে দৃঢ় পদক্ষেপে
বন্দে মাতরম্ বুকে নিয়ে দামাল ছেলেরা শহীদ হয়।
আমরি বাংলা ভাষা ভায়ের মায়ের কত স্নেহ
হলুদ শষ্যক্ষেত ছুঁয়ে যায় আকাশের দেহ।
যে ভাষায় রচিত হলো রবি ঠাকুরের গান।
সোনার বাংলাকে ভালেবেসে নজরুল 'সাম্যবাদী গান' গান।
আবার আসতে চান জীবনানন্দ বাংলাকে
ভালেবেসে হলুদ ডানার চিল নরম রৌদ্রে ভাসে।
এ ভাষায় ফাল্গুনের দিনে কী জানি কী হয়েছিল -
একগুচ্ছ পলাশ আর প্রিয়া ডাকে ধরেছিল হাত।
কৃষ্ণচুড়া পলাশের রাঙারঙে মেখে।
তোমাকেই দুহাত ভরে রক্ষা করি সেনানীর ধর্ষণের থেকে।
তোমাকে কণ্ঠে নিয়ে হাজারো বীর লুটিয়ে পরে
একুশে ফেব্রুয়ারী গাঢ় অন্ধকারে।

—০ঃঃঃ০—

আমার প্রথমপুরুষ

মানস মাইতি

বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

আপনাকেই তো প্রথম স্পর্শ করেছি,
আপনাকেই তো প্রথম আমার মা জীবনের পরতে পরতে
বেঁধে দিয়েছেন।
যত্ন করে গুছিয়ে বইয়ের ব্যাগে ভরে পাঠিয়ে দিতেন
ভোরের বেলা
বাড়ি ফিরলেই আবার চোখের সামনে
আত্মস্থ করার আয়োজন:
"কালছিলো ডাল খলি
আজ ফুলে যায় ভরে
বল দেখি তুই মালী
হয় সে কেমন করে"
আপনিই তাই আমার প্রথম "'প্রথম পুরুষ"।
আপনিই বোধ হয় আমার মায়েরও প্রথম
"প্রথম পুরুষ"
কি জানি! হয়তো সময় একদিন উত্তর দেবে!!
তারপর থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে
সমস্ত কাজে, দিনযাপনে আপনাকে না হলে আমার চলতই না
আপনি কি জানেন, আপনার হাত ধরেই আমার জীবনে এলো
আমার প্রথম "দ্বিতীয় পুরুষ"
তখন তো মুঠোফান ছিল না,
তাই প্রতিদিন তাকে চিঠি লিখেছি,
সে লিখেছে আমাকে,
কিন্তু, আপনাকেই নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে;
" আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা,
প্রিয় আমার, ওগো প্রিয় - - -
বড় উতলা আজ পরান আমার,
খেলাতে তে হার মানবে কি ও।।
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ করে নাথ, ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো - - -
এই হৃৎ কমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়।।"

- - - রাতের পর রাত, দু-চোখের পাতায়,
আমরা পরস্পর গল্পের শুখতারা দেখেছি
আপনারই দেখানো সর্বনাশের ইশারায়।
যে আপনি আমার প্রথম "প্রথম পুরুষ"...
"আমি সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়"
- - - - না না, পথে ভাসিয়ে চলে যায়নি,
আমার প্রথম দ্বিতীয় পুরুষ,
ঘর, সংসার, প্রেম, ভালোবাসা এমনকি
সন্তান ও দিয়েছে।
আমার জীবনে এসেছে আমার তৃতীয় "প্রথম পুরুষ।"
সেই তো এখন আমার জীবনের সকল ব্যস্ততার চাবিকাঠি!
তার কান্না, তার দুষ্টুমি, তার খাওয়া, না-খাওয়ার ছল
চাতুরী সব কিছু আপনাকেই স্পর্শ করে,
যে আপনি আমার "প্রথম পুরুষ"...

---যখন তার বুক আমার বুক ছুঁয়ে থাকে,
নরম থুতনি আবার কাঁধ ছুঁয়ে থাকে,
আমার ডান হাত তার পিঠে নেমে আসে ধীরে ধীরে তখন আবার, আবার, আপনিই
আমার বেসুরও কণ্ঠে:
"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে,
ছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে---
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো"
---এখনও আমার ব্যস্ততার ঘরকন্না
স্বামী সন্তান বাইরে ছুটে বেড়ায় আমি ভেতর ঘরে।
ভালো ভালো খাবারের আদুরে গলায় আবদার
জামা, প্যান্ট, টাই, জুতো পালিশ, ব্যাল্ট, পার্স, রুমাল
সাজাতে সাজাতে,
আপনাকে আর স্পর্শ করার সময়ই হয় না আমার।
তবে আমার অভিমান,
আমার নিজস্ব ক্ষত, ক্ষতি লুকিয়ে কান্না আর আমার ছাদ
বাগানের নিঃসঙ্গতা আপনাকেই স্পর্শ করে আজও,
হে আমার "প্রথম পুরুষ।"
দিনের শেষে স্নান ঘর থেকে বেরিয়ে
ভেজা এলো চুলে গাধুলি আলোর
ক্লান্তি মাখতে মাখতে
আমি আপনার কাছেই এগিয়ে চলেছি।
বলেছি: "বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘরাত্রি রইব আমি জাগি।।
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণ কুলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরাণ দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী।

---আমার কোনো কিছুই যায় নি! সব আছে।
বলতে পারেন একটু বেশীই আছে।
তবু কিছুই নেই,
আপনাকে সম্পূর্ণ করে এ জীবনে,
স্পর্শ করতে পারি নি বলে ...
তাই এই লোক থেকে লোকান্তরে যাওয়ার বেলায়
পূর্ণ হতে চেয়েছি
আপনারই অসীম লোকের দুয়ার ধরে।
আমার প্রথম তৃতীয় পুরুষকে বলেছি:
সাজিয়ে দিও শুভ্র ফুলের মালায়,
চন্দনে চর্চিত কোরো এ দেহ আধার
আর বুকের উফর রেখে দিও প্রথম "প্রথম পুরুষের"
প্রেম পূজা ভালোবাসার
মহাকালের আলোক অভিসার
একটি "গীতবিতান"
আমার প্রথম পুরুষের প্রথম স্পর্শ,
হৃদয় নিবেদনের গোপন আহুতি:
"আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস" ...

—০ঃঃঃ০—

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

মহম্মদপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম-নিমকবাড় ঃঃ পোস্ট- ইলাশপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কৃষ্ণচন্দ্র বেরা
উপ-প্রধান

নন্দিতা মণ্ডল
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

জয়তু সমবায়

মধুসূদনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

মধুসূদনচক, পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট

- রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্পে রাজ্যের প্রান্তিক চাষীদের নিকট হইতে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হয়।
- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, মৎসজীবি ও মহিলাদের স্ব-সহায়ক দলকে সহজ কিস্তিতে ঋণদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
- সেভিংস অ্যাকাউন্ট, রেকারিং ডিপোজিট ও ফিক্সড ডিপোডিটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা আছে।
- C.S.P পরিষেবা দেওয়া হয়।

আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

নির্মলেন্দু বেরা

ম্যানেজার

পোষাক

বিমান কুমার নায়ক

"আপরুচি খানা পররুচি পরনা",
পুরানো এই প্রবাদখানি
অনেকেরই জানা।।

শরীর ঢাকতে পোষাক মোরা
পরি সকল দেশে,
আদিম মানুষও বাকল দিয়েই
নগ্নতা ঢাকতো দেহদেশে।।

খাদ্যের পরই পোষাক হলো
দ্বিতীয় মৌলিক অধিকার,
সভ্যতার ইতিহাসে অনন্য কৃতিত্ব
পোষাক আবিষ্কার।।

পোশাক দেখেই যায় চেনা
শিক্ষা, সমাজ ও জাতি,
পরিবেশের কারণেও বদল হয়
পোশাকের সংস্কৃতি।।

ইতিহাস বলে প্রাচীন কালে
নারী পুরুষের পোশাকে
ছিল না বিশেষ প্রভেদ,
বাকলের পর রেশম চাষ ও
কার্পাস বস্ত্র তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশ।।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও ফা-হিয়েনের
বর্ণনায়
পাই অনেক কথা,
গুহাচিত্র, টেরাকোটা ও
ইতিহাসবিদদের বর্ণনায়
আছে ভারতীয় সভ্যতা।।

পোশাক মোরা পরি সকলে
ভিন্ন ভিন্ন কাজে,
উৎশবে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুতকর্মে
কিংবা বিবাহ সমাজে।।

পোশাকেই পাওয়া যায়
স্বভাব ও রুচির পরিচয়,
বাণিজ্যিক পোশাকে এখন
পুরুষ নারী চেনা দায়।।

ডাক্তার উকিল পুলিশ নার্স
পোষাকটায় চেনা যায়,
রূপালি পর্দায় নায়কের চেয়ে
নায়িকার পোষাক ছোট হয়।।

ছেঁড়া পোশাকের মূল্য বেশী
ডিজাইন নাকি আধুনিক কয়।
আপত্তি নেই পোষাকে
তা যদি লজ্জা নিবারণ হয়।।

নিঃসঙ্গ ভালোবাসি

কনক কুমার বেরা

আমি নিঃসঙ্গ ভালোবাসি
সে আমায় মুক্তি দেয়
আকাশে বাতাসে।

আমার সঙ্গ আসে তোমার
আলো পথে
কল্পনার মায়া জাল হয়ে।

সে মোহ ছিন্ন করি
পারি না চলিতে
অলিতে গলিতে।

পাহাড়ের চূড়া বেয়ে
নেমেছি যে সমুদ্রের খাদে,
রক্ত-মাংস মজ্জা ঘেঁটে ঘেঁটে
খুঁজেছি যে প্লাবিত আবেশ,
রিক্ত নিঃস্ব হৃদয়
সেথা হতে নিয়ে গেছে
অন্য কোনো খানে
অমৃতের সন্ধানে।

আমি নিঃসঙ্গ ভালোবাসি
সে আমায় সঙ্গ দেয়
আকাশে বাতাসে
তোমারি আবেশে।

—০ঃঃঃ০—

ইচ্ছা নদীর ওপার থেকে

মহুয়া জানা

কালের বুকে দাগ কেটে যায়
ইচ্ছা প্রতিফলন।
খাবার টেবিলে সাদা পায়রার বুক।
সোনালী গমে অবান্তর সাঁজোয়া শকট চলে।
বদলায় ঘর, বদলায় দেশ,
জলের আশায় ভগ্ন উঠোনে
এখা অর্কিড দোলে।
খেয়ালী থাথর বারুদ পাহাড়ে
দাঁড়িয়ে আগামীকাল,
ফুৎকারে মরে স্বপ্ন দেখা মুখ।
আকাশ, মাটি চাইছে শুধু
এখ পশলা বৃষ্টি - -
ধুয়ে যাক দিন, ধুয়ে যাক রাত।
ইচ্ছা নদীর ওপার থেকে আয় ফিরে আয় বৃষ্টি।

—০ঃঃঃ০—

ব্যর্থতা

সহস্রাংশু দাস

শিক্ষক, বাজকুল বলাই চন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ। চারিদিকে ঝলসানো রোদ্দুর। শুনসান ফাঁকা মাঠ। বাইরে এলেই যেন নেশা ধরে, মাথা ঘোরে, শ্বাস আটকে আসে। লাল পাথুরে মাটি উত্তপ্ত। তপনের তপ্ত পরিবেশে শরীরে যেন ঘামের স্রোত বইছে। অদূরে ডুলীং নদীর জল শুকিয়ে ডুম হয়ে আছে। মানীষ তো দীরের কথা, একটা পশু কিংবা কাঠবেড়ালির ছায়াও দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দেখা যায় বানর বাহিনীর নৃত্যলীলা। ধীরে ধীরে দীপীর গড়িয়ে নেমে আসে সবিতা। ওপারের কনকদীর্গার সন্ধ্যা আরতি নিনাদ। গ্রামের বহু মানীষের সমাগম ঘটে এই শুভক্ষণে। এখানকার মানীষের ধারনা যে, এই ডুলীং নদী, এই চারিদিক বেষ্টিত বনভূমি স্বয়ং মা জগৎজননী তাঁর দশ হাত দিয়ে তৈরী করেছেন। তাই সহস্র বছর ধরে বহু খরা-বন্যা কিংবা দীর্যোগ গেলেও এই মাতৃমন্দির ও বনভূমি আজও অক্ষত। মালভূমের রাজা প্রতাপাদিত্য রুদ্রনারায়ণ চৌধীরী (কাল্পনিক) তাঁর রাজভান্ডারের সমস্ত সোনা দিয়ে তৈরি করেছিলেন এই স্বর্ন মাতৃমূর্তি। তাই এর নাম কনকদীর্গা। পরবর্তীকালে তার প্রপীত্র হেমেন্দ্র নারায়ণ চৌধীরী (কাল্পনিক) নির্মাণ করেছিলেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমার সৌভাগ্য, আমি এই কনকদীর্গা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক। চৌত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম এলাম এই জঙ্গলমহলে- এরা ঞুতুইঞ্চ, ঞুতাঞ্চ বলে ডাকত। হাতে বল্লম, ত্রিশূল কিংবা লম্বা ধারালো টাঙ্গি। কয়েক মাস আতঙ্কে কেটেছে। বড় খয়েরি চুল, গলায়-হাতে মাদীলি। হাঁটুর উপরে কাপড়। ভাষা যেন কাঁচা কাঁচা। এই অদ্ভুত এদের ধরণ। স্বীকার করছি, এদের বাহ্যিক দেখে চিনবার উপায় নেই। কিন্তু যাকে এরা একবার ভালোবেসে ফেলে তাকে মাথায় করে রাখে। কেন জানি না, আমি হলাম এদের নয়নের মাষ্টারমণি। আসলে এদের অন্তরটা অতুলনীয় অভাবনীয় অবর্ণনীয় কোমল ও মধীর। জঙ্গলে জন্মায় শাল মহুয়া তাল তমাল। এদের কতটুকু যত্ন নিই আমরা, কিন্তু সারা জীবন এরা আমাদের ঠাঁই দিয়ে রাখে নিরাপদে, অবিচল এখানকার আদিবাসিরা।

এদের কতটা ভালোবাসি বলতে পারবো না, তবে নিজের ভালোবাসার জন্য বিদ্যালয়ের পাশেই খীললাম ঞুআনন্দ পাঠশালাঞ্চ। প্রথমে ভেবে ছিলাম ভালো কিছু কামিয়ে নেবো। তা হলো না। মাসের শেষে এরা দিয়ে যেতো টাটকা খেজুর রস, তালের গুড়, বনের মধী, ডাসা পেয়ারা, নদীর মাছ-কাঁকড়া আরো কতকিছু।

বিকেলের বেতার বার্তায় জানলাম, আগামিকাল উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বলেই রেখেছি ফল পাওয়া মাত্রই জানাবি। আমার শিক্ষকতার সরকারি মেয়াদ শেষ। এই শেষ বছরে সকলের সাফল্য আসবে আমার দৃড় বিশ্বাস।

চৌত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনের শেষ ছুটির ঘন্টা দিয়ে বিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরেছি। ঞুসিধী-কানীভবনঞ্চ- ঐ ঠিকানা। সবে জলের গ্লাস হাতে নিয়েছি- ঞুগ্রাম ছাড়া ঐ রাস্তা মাটির পথ...ঞ্চ সীার শুনেই আনন্দে মোবাইল কল রিসিভ করলাম, না, ছাত্র নয়, গ্রাম প্রধান। ঞুবনমহোৎসবঞ্চ - এ যাওয়ার আমন্ত্রন। আবার কল, মায়ের ফোন- কখন পৌছবো দেশের বাড়িতে। এই ফোনটা নিশ্চয়ই কোন ছাত্রের হবেই। ঞুচারটে লাঠি লজেন্স দাদীঞ্চ - আমার চার বছরের নাতি সম্রাট। বহু ফোন, বহু প্রশ্ন, আনন্দ পাঠশালার ফলাফল নিয়ে কিন্তু উত্তর দেবো কী করে? ফলাফল জানিয়ে কোন ফোন তো আসেনি। মনে পড়ে সীনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সংলাপ - ঞুকেউ কথা রাখে নিঞ্চ।

মোবাইলের সীইচ বন্ধ করে সান্ধ্য পাঠ-পূজায় যাচ্ছি। হঠাৎ ঞুবড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও.....ঞ্চ- আমার কলিং বেলটা সীার ধরল। তাকিয়ে দেখি, গোপাল। আরে গোপাল, এসো, এসো। গিন্নি সৌদামিনী সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে সবে উপরে এসেছে। ঞুও গোপাল ! নে নে নে মায়ের প্রসাদ। আমি জানতাম, মা জাগ্রত, তাই তুই ভালোভাবে পাশ করেছিস। তোর মাস্টারমশাই একটু বেশি ভাবে- ঞুআমার গোপালকে নিয়ে সন্দেহ!ঞ্চ বছর বছর ধরে তো দাতব্য পাঠশালা। কই কেউ কী ফোন করে নম্বরটুকু জানাল! সকাল থেকে আমাকে গর্ব করে বলে রেখেছে, আমার মোবাইল যেন গান শুনতে না ব্যবহার করা হয়। বহু ফোন আসবে, যতসব!ঞ্চ

গোপাল পাঠশালার দীর্বলতম ছাত্র, সেই সৌজন্যবোধে বাড়ি এসেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল গোপালের হাতে একটি প্যাকেট। ঞুহ্যাঁরে গোপাল, কী দরকার ছিল এসব?ঞ্চ পাশ করেছিস বলে পয়সা দিয়ে মিষ্টি কিনে আনতে হবে! ঞুনা কাকিমা, মিষ্টি নয়। মা রুটি ও গুড় দিয়েছেঞ্চ। গোপালের কথা শেষ হল না - আমি বলে উঠলাম, ঞুআরে দাও, দাওঞ্চ। শুধী কি বলা, গোপালের হাতের প্যাকেটটি নিয়ে আহ্লাদে খেতে বসা, ঞুকী দারুণ স্বাদ, যেন অমৃতঞ্চ। আরে তোমার তো সীগার, এতটা গুড় না খেলে নয়!- সৌদামিনী উদ্বেগের সীরে বলল।

ঞুতোমার মাইকসেটটা বন্ধ রাখো তো !ঞ্চ হ্যাঁরে, মা ভালো আছেন তো? এবার কী করবি? মোট কত নম্বর হলো? আমার ইংরেজীতে কত নম্বর পেলি?

গোপাল যেন নির্বাক। ঝড়ের পূর্বের ঠিক নিঃশব্দ পরিবেশ। তারপর আপন মনে বলে উঠল গোপাল- ঞ্চআমি খোন বিষয়কে পাশ করতেক পারিক নাই ছারঞ্চ। হিমালয় যেন গড়িয়ে পড়ল আমার বীকে। সৌদামিনী অশ্রু স্রোতস্বিনী। বীকের পাহাড় নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঞ্চতাহলে রুটি গুড় কেন?ঞ্চ

ঞ্চআছলে মা বললেক এবার কাজে যেতেক হবেক। লাতের টেইন ধরেক ছহরে ডুম কারখানাই যাবোক বলেই ছলে আইলীমঞ্চ।

গোপালের কথা শেষ না হতেই আমার চোখে পড়ল সামনের বারান্দায় টাঙানো ঞ্চশিক্ষারত্নঞ্চ সার্টিফিকেট ও ছবি। বার বার নিজের বিবেককে প্রশ্ন- ঞ্চআমি কী এর যোগ্য?ঞ্চ ছাত্র তার শেষ কর্তব্য করেছে সৌজন্য সাক্ষাত। ও বিজয়ী, আদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক, প্রকৃত শিক্ষারত্ন ছাত্র। সকল পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কোন বিষয়ে পাশ করতে পারে নি গোপাল। সমগ্র শিক্ষক সমাজের কলঙ্ক, শিক্ষারত্ন শিক্ষকের পূর্ণ ব্যর্থতা।

—০ঃঃঃ০—

মেদিনীপুর ও বিদ্যাসাগরের সেষ জীবন

ড. বিষ্ণুপদ জানা

ক্লাবের মাইক থেকে গান ভেসে আসতেই সোমা মেয়ে ঐশি-কে তাড়া দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি করো। এখনি কলাবৌ স্নানে যাবে।তুমি যাবে বলেছিলে। ঐশি শখ করে আজ ঠাকুরমার প্রায় নূতন লাল পাড় ঘিরে রঙের পাটের শাড়ি পরেছে।

মাঝখানে সিঁথি করে দুদিকে দুটো ঝুটি বেঁধেছে। একদম ছোট্ট পরীর মত দেখতে লাগছে। যেন আকাশ থেকে এইমাত্র নেমে এল। ঐশিদের বাড়ি থেকে ক্লাব একদম হাঁটাপথ। সেখানে গিয়েই একটা চেয়ারে ঐশীকে বসিয়ে দিল সোমা। পাশের বাড়ির রাকাকে বলল - ঐশীর দিকে একটু খেয়াল রাখিশ তো। ঐশী মার দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বলল, 'মা আমি বড় হয়েছি। বলোস ফোরে পড়ি।' আচ্ছা, আচ্ছা মা। ভুল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী হয়ে বসে থেকো। বলে সোমা হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। ওর এখন অনেক কাজ। বৌদি, আজ তো অষ্টমী নয়? সপ্তমী তো? হুম্‌ম। কেন? গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় সোমা।

না, তুমি আজ লুচি, ছোলার ডাল করেছ তো? তাই জিজ্ঞাসা করলাম। দারুন হয়েছে খেতে। অমিতের চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। অমিত সোমার ন্যালাক্ষ্যাপা দেওর। বুদ্দিটা মোটা কিন্তু খায় প্রচুর। সবচেয়ে বিরক্তিকর খাওয়ার সময় নাক দিয়ে শিখনি বেরোয়। যতক্ষণ না ঠোঁটে এসে লাগছে ততক্ষণ সে বোঝেও না আর মুছও না। এই দৃশ্য চোখে পড়লেই সোমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

সোমা নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে। প্রায় আটটা বেজে গেল। এখনো গাড়িটা আসছে না কেন? এসব ঝামেলা সকাল সকাল মিটে যাওয়াই ভালো।বলেই সে মনের মত বাড়ি'তে ফোন করল।

সময়ের স্রোত মানুষের সমস্ত কীর্তিকেই ধুয়ে নিয়ে যায়। যাঁর দুরন্ত প্রতিভা একদিন মানুষের মনকে অভিভূত করে রেখেছিল, এক যুগ পরেই তাঁকে সাময়িক স্মরণের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়। গবেষণা কর্মে অথবা শ্রদ্ধা নিবেদনে হয়ত তিনি স্মরণে আসেন। সময়ের এই দুরন্ত প্রবাহমানতার মাঝখানে তবুও দু'এক জন আলেকাবর্তিকা হযে দাঁড়িয়ে থাকেন। যাঁকে বা যাঁর কীর্তিকে অগ্রাহ্য করে মানব সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ শুধু পেছনে ফিরে নয় সামনে তাকিযেও সেই প্রতিভাকে দেখতে পাওয়া যায়। অনুভবের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জুড়েই যাঁর স্থিতি। অর্থাৎ চিরনতন মানব কল্যাণের চিন্তায় যাঁর ছবি, সেই ছবি কি সময়ের পলিমাটি লেগে বিবর্ণ হয়ে যাবে?

বেগবান কর্ম প্রবাহের এমন একটি নাম বিদ্যাসাগর। বহুজনহিতায় দুর্গম পথে একক ঐরাবতের মতো তিনি এগিয়ে গেছেন, একলা চলার মন্ত্রকে জপ করে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাস্ত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় - সমস্ত প্রতিরোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যিনি যুব লাঞ্ছিত মাতৃভূমি, মাতা, মাতৃভূমির মুকিতের জন্য জীবনযাপন

সংগ্রাম করে গেছেন। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যসাধক, শিক্ষাব্রতী, মানব প্রেমিক বিদ্যাসগর সকলের প্রণম্য।

বিদ্যাসাগরই পরথম কর্মের ও চিন্তার ক্ষেত্রে এদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের বাস্তব ভিত্ রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর কর্মধারার মধ্যে বাংলার ননবজাগরণের মূল সুরটি যেভাবে ধ্বনিত হয়েছে, তেমন করে আর কারোর মধ্যে হয়নি। তাই এই মানব-মূর্ত বিগ্রহ আজ জাতীয় জীবনের সঙ্গী।

যখন প্রগতির আবেগকে অবরুদ্ধ করার প্রয়াসে চারদিকে গেল গেল রব তুলে রক্ষণশীল শক্তি জোট বাঁধতে আরম্ভ করলেন, সেই সংশয়-সংকট দুর্দিনে বিদ্যাসাগরের জন্ম তৎকালীন হুগলী, বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার আরামবাগ অঞ্চলে বীরসিংহ গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে।

'কুঁড়ে ঘরের গুটি কয়েক আস্তানা নিয়েই গড়ে উঠেছে কৃষি নির্ভর একটি জনপদ। চারিদিকে মধ্যযুগের জমাট বাঁধা অন্ধকার, নিস্তরঙ্গ জীবন যাত্রায় স্থির গ্রাম বাংলা -এই বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য পরিবেশ, মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ পূর্ণ কুটিরে বিদ্যাসাগর বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন।' (বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত-শম্ভুচন্দ্র-বিদ্যারত্ন)

জন্মস্থান বীরসিংহের শান্ত সুন্দর সীমিত পরিবেশ তাঁর জীবনে বেশিদিন নয়, সামনে হাতছানি দিচ্ছে জীবন বিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনার নতু তীর্থভূমি মহানগর কলকাতা। তাই তিনি মাত্র আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে এই নতুন তীর্থে পদার্পণ করেন।

সম্ভাবনাময় জীবনে একে একে তিনি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকেন নিজ কর্মে ও দক্ষতায়। সে জীবন এখানে আলোচ্য নয়। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর আগে জন্মস্থান বীরসিংহ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮৭৬ সালে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেদিনীপুরবাসী হিসাবে তাঁকে আজ স্মরণ করি। এখন তাঁর সঙ্গে মেদিনীপুরের কতটা যোগাযোগ ছিল — তাই আলোচনার বিষয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'নিজের গ্রাম বীরসিংহ ও নিজের বাড়ি চিরকালের মতো ত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়। বাকি জীবনে ১৮৬৯ - ১৮৯১ সাল বাইশ বছরের মধ্যে তিনি আর বীরসিংহ গ্রামে ফেরেননি।' (সন্তেষ কুমার অধিকারী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবন) তবে এখানকার পুরো কাজকর্ম তিনি তাঁর তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে দিয়ে করাতনে। কারণ ভাইদের মধে শম্ভুচন্দ্রই যে তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। তার প্রমাণ শম্ভুচন্দ্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অর্পিত হত নির্বরতা নিয়ে। যিনি তাঁর পাঠানো টাকা পয়সার বিলি ব্যবস্থা করতেন। সকলকে মাসোহারা বুঝিয়ে দিতেন, স্কুল ও হাসপাতাল দেখা এবং গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে দাদার প্রতিনিধিত্ব করা সবই তিনি করতেন।

পারিবারিক জীবনের মায়া-মোহ ফেরাতে পারেনি এই দৃঢ় পৌরষত্বকে গ্রামের শান্ত-শান্তির নীড়ে। অবশ্য তাঁর গ্রাম ছাড়ার প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্তি হৃদয়ের পরিচয় রেখেছেন পরিবারের নানান জনকে লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে —

যে বিদ্রোহী প্রচলিত চিন্তা ধারায় ভাঙন ধরাতে আসে, তাকে অনেক বশী বাধা অনেক বড় আঘাত সহ্য করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদীর্ণ হয়েছিলেন পারিবারিক জীবনের কয়েকটি ঘটনায়। অনুজ দীনবন্ধু ও ঈশান চন্দ্রের সঙ্গে বিরোদ তাঁর জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা। এছাড়া প্রিয় পুত্র নারায়ণের কাছ থেকে অনভিপ্রেত আঘাত তাঁকে এই কঠিন সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। যে পারিবারিক তিনি গ্রামে রেখেছিলেন— পিতা ও মাতার সুখ কামনায়। সেই হৃদয়ে বিচ্ছেদের বীণা বেজে ওঠে কি অআপন মহিমায়?

সামান্য মতবিরোধ, কিম্বা ভাই অথবা পুত্রের ঔদ্ধত্য বা অবাধ্যতা থেকে তাঁর মতো মানুষ এতবড় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না — একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিসেষতঃ মা তখনও বেঁচে আছেন এবং গ্রাম ছেড়ে তিনি অন্যত্র যাবেন না জেনেও মাতৃভক্ত ঈশ্বর এই সংকল্প নিশ্চয়ই কোনো এক মর্মান্তিক আঘাতের ফলে নিয়েছিলেন — এটা আমার অনুমান। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন যে, গ্রামের মানুষ এরপর তাঁকে আর শ্রদ্ধা করবেন না, করবে না, বাড়িতে পাবেন শুধু গ্লানি। যাঁর কাছে তাঁর পুত্র, ভাতুষ্পুত্র এবং ভাইয়েরা যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার উৎস। আর যাঁর জননী সেই লাঞ্ছনা মোচনে তখন অক্ষম। তাই হয়তো এই কঠিন সিদ্ধান্ত। যাঁর লেখা চিঠিগুলির ভাববস্তু বিচার করলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় —

পিতা ঠাকুরদাসকে লেখা চিঠি অংশ বিশেষ —

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্,

'তথাপি আমার নিত্যান্ত মানস ছিল। আপনকার ও জননীদেবীর জীবদ্দশা পর্যন্ত সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কলযাপন করিব। কিন্তু উত্তরোত্ত সকলেই আমার উপর এথ নির্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, আমার ক্ষমতায় আর সে সকল সহ্য করিয়া কালহরণ করা হইয়া উঠিল না।'

ইত -

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মন :

মাতা ভগবতী দেবীকে লেখা চিঠির অংশ বিশেষ —

প্রণতি পূর্বখঃ নিবেদনম্,

স্থির করিয়াছি যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। ক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি।

ইতি

১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সা ভৃত্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মন।

মনের এই নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তি নিয়ে তিনি সারাজীবনের পথ পরিভ্রমন করেছেন। দূর থেকে জন্মভূমিকে প্রণাম জানিয়েছেন কিন্তু সশরীরে সেখানে মাত্র একবার এসেছিলেন।

১৮৭০ সালে ২৭শে শ্রাবণ নারায়ণের বিবাহ। খানাকুলের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাল্য বিধবা

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

কিসমত বাজকুল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন-৭২১৬৫৫

এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়ায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

আমাদের পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ঃ

১। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিক্ষিত পানীয় জলের যোগান প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করা।

২। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।

৩। প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

৪। অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া।

৫। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের দ্বারা সর্বস্তরে চাকুরীর সংস্থান সহ আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

৬। সমগ্র এলাকায় সামাজিক বনসৃজন ও গ্রাম পঞ্চায়েতটি নির্মল পঞ্চায়েত সম্মান অটুট রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি দ্বারা পরিচর্যা ও তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ করে পঞ্চায়েতের দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।

৭। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় রাস্তা-ঘাট উন্নয়ণ ও ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক স্বশক্তিকরণ অঞ্চল হিসাবে অগ্রগণ্য।

৯। ৮০ শতাংশ ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হয়েছে বাকী পরিকল্পনা চলছে।

১০। নাজির বাজার হইতে বাণীতলা খাল পর্যন্ত হাইড্রেনেজ দ্বারা জল নিষ্কাশন প্রকল্প সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা চলছে।

১১। খানশামা পুকুর হইতে নরসিংহ মাইতি ক্যালভাট পর্যন্ত (বাণীতলা খাল) হাইড্রেনেজ দ্বারা তিত্তরখালী, পোড়াচিংড়া বাজকুল সংসদের জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা চলছে এবং হবে।

১২। S. H. G. মায়ের জন্য স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকারের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুতি করণ।

১৩। বাজকুল বাজার কমপ্লেক্স করার চিন্তা চলছে।

১৪। বাজকুল, বাজার সহ, নাজির বাজার আর্বজনা ফেলানোর বাজার কমপ্লেক্স স্ট্যাগ প্রস্তুতি করার চেষ্টা চলছে।

১৫। সরকারী হাসপাতাল যাহাতে হয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।

সুবলচন্দ্র সেন
উপ-প্রধান,
গড়বাড়ী-১গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রীমতী পার্বতী বিজুলী মাইতি
প্রধান,
গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সদস্য / সদস্যা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

M-9732768646

সারদা খেলাঘর

এখানে জিম ও খেলার সমস্ত সরঞ্জাম, রাজনৈতিক দলের পতাকা,
ক্যারাম বোর্ড, ফ্লেক্স বোর্ড, ব্যাজ, রাবার স্ট্যাম্প ইত্যাদি
খুচরা ও পাইকারী পাওয়া যায়।

প্রোঃ- অজয় কুমার মাইতি

রামকৃষ্ণগঞ্জ বাজার ঃঃ কালিকাখালি ঃঃ মঠ-চণ্ডীপুর
পূর্ব মেদিনীপুর

কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। নিতান্ত অমত থাকলেও কর্তব্য কর্মকে স্থির রাখতে এই বিবাহ মেনে নিতে হয়েছে। গ্রামের নানা স্মৃতিতে তাই শম্ভুচন্দ্র বলেছেন — কোনো প্রয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তিনি বাটী গমন করিলে পরিবারবর্গের অপেক্ষা প্রতিবেসিবৃন্দের ও অপরিচিত বিপন্ন গ্রাম্য লোকদিগের অধিকতর আনন্দ হইত। কারণ তাহার স্ব স্ব অভিপ্রেত সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া অসুবিধা ও বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিত। ঔষধ, অন্ন ও বস্ত্র তাঁর সদা মুক্ত হস্ত ছিল।' (বিদ্যাসাগর জীবনচরিত)

বিপন্ন মানুষ হস্ত প্রসারণ পূর্বক করুণা-কণার প্রার্থী হলে সেই সুনির্মল ধারায় প্রবাহিত মন্দাকিনীর প্রাণপদ স্নিগ্ধ বারি প্রাণে শীতল হয়ে উঠত। করুণার সিন্ধু যিনি তিনি তো দীনের বন্ধু। তাই মুক্ত হস্তে সারা জীবন সবকিছুই দান করে গেছেন।

রামায়ণের উপেক্ষিত নারী উর্মিলার মতোই বিদ্যাসাগর দয়িতা দীনময়ী দেবীর জীবনও নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল। স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং জননী ভগবতী দেবীর মধুর ও বিরাট চরিত্রের ছায়ায় যাঁকে ফুটে উঠতে দেখা যায়নি, ১৮৮৮ সালে ১৩ই আগষ্ট। মৃত্যুর আগে তিনি কয়েকবার কপাল চাপড়ান বলে জানা যায়। স্ত্রী শেষকৃত বীরসিংহতে করার প্রস্তাবনা দেন এবং সে জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তিনি নারায়ণকে দেন। আশ্চর্য এই দীপ্ত পুরুষ, যিনি প্রিয়তমা পত্নীর শ্রাদ্ধ শান্তিতে একবারের জন্যও বীরসিংহে অলেন না।

মায়ের মৃতুর পর ঐ বছরই পুত্র নারায়ণ পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্র পিতার হৃদয়কে আঘাত করেছিল বলে অনেকের অনুমা। তাই তিনি এগ্ন কোনো উতর দেননি। পরিবারের প্রত্যেকে তিনি পত্র লিখেছেন কিন্তু কোনোদিন পুত্র নারায়ণকে লেখেননি। সাগরতুল্য কর্তব্যপরায়ণ মানুষটির হৃদয়ে কি এককণাও করুণা পুত্রের জন্য ছিল না।

জীবনের বাকী দিনগুলিতে তিনি পত্র প্রেরণ করে সকলের ভালো-মন্দ খবর যেমন নিয়েছেন, তমন নিজের অবস্থার কথা জানিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি পত্রের বিষয় আলাচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

১। স্ত্রী দীনময়ী দেবীকে লেখা চিঠির অংশ —

কল্যাণনিলয়েষু,

—এক্ষণে তোমার নিকট এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনও কোনো দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি -

১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল।

শুভাকাক্ষিণ : শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মন।

২। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু তৃতীয় সহোদর শম্ভুচরণ এবং কণিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রদের পত্র লিখে এ জন্মের মতো তিনি বিদায় নিয়েছেন। পরে ভাইরা যখন পৃথক হয়েছেন, তখন তিনি শম্ভুচন্দ্রকে

পত্র লিখেছেন। যার উদাহরণ শম্ভুচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করেচেন — 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত'-এ।

৩। পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে তিনি মেয়ের মতো ভালোবাসতেন, কলকাতায় রাখার অভিপ্রায়ও করেছিলন কিন্তু পরিবারে অন্যের অপকার হবে ভেবে এই মত পল্টে ছেন তবু সময়ে সময়ে পত্র পাঠিয় সকলের কুশল জেনেচেন। সংসারের বিষয়ে পুত্রবধূকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্র লিখেছেন যেমন —

শ্রীশ্রীহরি
শরনম্

ভবসুন্দরি,

আমি তোমার নিকট এ জন্মের মতো বিদায় লইলাম। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় র্বিাহের নিমিত্ত, আপাততঃ মাসিক ১৫০ এখশত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম।

ইতি
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্মন।

৪। পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা চিঠির অংশ —

শ্রীশ্রীহরি
শরনম্

সস্নেহ সম্ভাষণ মাবেদনদিম্,

— একখানা বাঙলা ম্যাপের জন্য লিখিয়াছ, দুই তিন দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব। মনোযোগ পূর্বক পড়িলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইব। ....

ইতি
শুভাকাক্ষিণঃ

৩১শে চৈত্র, ১২৯১ সাল শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

৬। অনুজ প্রতিম শম্ভুচন্দ্র দাদার বিশ্বস্ত ওঅনুগত ছিলেন। তিনি জীবন নির্বাহের বা অন্যান খগ্নচ পাঠানো টাকা তিনি বিলি করতন। এই রকমই একটি পত্র হস।

শ্রীশ্রী হরিঃশরণম্
শুভাশিষঃ সন্তু,

ভৈরব দ্বারবানের হস্তে ৭৮০, সাতশত আশি টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মতে বিলি করিবে।

বাটী
অগ্রহায়ণ

মাতাঠাকুরাণী	৩০
শম্ভুচরণ বন্দ্যোঃ	৬০
ছোট বৌ	৮
সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোঃ	১৫
২ দ্বারবান	১৫
	১২৮ (যোগফল)

স্কুল

কার্তিক	১৩৮
অগ্রহায়ণ	১৭৮
	৩১৬ (যোগফল)

ডাক্তারখানা

কার্তিক	২২
অগ্রহায়ণ	২২
	৪৪ (যোগফল)

স্ব-সম্পাদকীয় মাসহারা

কার্তিক	৯২
অগ্রহায়ণ	৯২
	১৮৪ (যোগফল)

গ্রামস্থ মাসহারা

কার্তিক	৫৫
অগ্রহায়ণ	৫৫
	৭৮২

কার্তিক মাসের বাটীর খরচের হিসাবে ১৬০ টাকা পাঠাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে ২ দুই টাকা মজুত আছে। ঐ দুই টাকা দিলেই ৭৮২ টাকা হইবে।স্কুলের টাকার মধ্যে শিবচন্দ্র এখানে ৪০ টাকা লইয়াছেন এজন্য কার্তিক মাসের হিসাবে ১৩৮ টাকা মাত্র পাঠাইলাম।
বাটীর হিসাবে তোমার যে দেনা আছে আগামী মাসে তন্মধ্যে কতক টাকা পাঠাইব.....

ইতি
শুভার্থিন
১৬ই পৌষ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মনঃ

৭। শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় মডেল স্কুল গড়েছিলেন — বিদ্যালয় পিছু মাসে ৫০.০০ টাকা করে খরচ পড়ত। বিদ্যলায় গৃহ গ্রাবাসীর ব্যয়ে নির্মিত হত। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মাহিনা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি মেদিনীপুরের ৫টি মডেল স্কুল গড়েছিলন —

স্থান	প্রকৃতি	সময়
গোপালনগর	মডেল স্কুল	১লা অক্টোবর, ১৮৫৫
বাসুদেবপুর	মডেল স্কুল	১লা অক্টোবর, ১৮৫৫
মালঞ্চ	মডেল স্কুল	১লা অক্টোবর, ১৮৫৫
প্রতাপপুর	মডেল স্কুল	১লা অক্টোবর, ১৮৫৫
জকপরি	মডেল স্কুল	১৪ই জানুয়ারী, ১৮৫৬

৮। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি জেলায় তিনটি বালিকা বিদ্যালয় গড়েছিলেন —

স্থান	প্রকৃতি	সময়	মাসিক খরচ
গ্রাম ভাঙাবদ্ধ	বালিকা বিদ্যালয়	১লা জানুয়ারী, ১৮৫৮	৩০
বদনগঞ্জ	বালিকা বিদ্যালয়	১০ই মে , ১৮৫৮	৩১
শান্তিপুর	বালিকা বিদ্যালয়	১৫ই মে, ১৮৫৮	২০

৯। নিজ জন্মভূমি বীরসিংহে তিনি একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় ১৮৫৩ সালে গড়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৯০ সালে ১৪ই এপ্রিল তিনি এই বিদ্যালয়কে 'ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়' নাম দিয়েছেন মাতৃস্মৃতি রক্ষার্থে। যার রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করেছেন সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে। একটি পত্রে তাই বলেছেন —

অথবা
ফকিরের গান শুনতেন —
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই
সে নাম ভুলব না রে প্রাণ গেলে।'
(বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ঃ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন)

অবশেষে রোগে জীর্ণ, শোকতপ্ত বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিদীর্ণ হৃদয়ে

সুখ পাওয়ার জন্য তিনি জন্মভূমি বীরসিংহের শান্ত পরিবেশে না এসে সাঁওতাল পরগণার কার্মাটে গিয়েছেন -সারা জীবন কথায় ও কর্মে যিনি অটুট থেকেছেনতাঁকে কি বিশ্ববাসী বিস্মৃত হতে পারে! তাই মেদিনী পুর স্বশরীরে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে না পেলেও তাঁকে স্মরণে ও বরণে পিছিয়ে নেই।

বীরসিংহতে একটি বিদ্যাসাগর স্মরণ কমিটি গড়ে উঠেছে। যাঁরা এই মহান মানবের স্মৃতিতে বছরে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান করে থাকেন। 'বিদ্যাসাগর মেলা' যাঁর প্রধান স্মরণীয় পর্ব। এছাড়া 'বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান মেদিনীপু গড়ে উঠেছে১৯৭০ সালে। যার সম্পাদক হন অজাহারউদ্দিন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে নিবেদিত উভয় বাংলার পঁয়ত্রিশ জনবুদ্ধিজীবীর মৌলকি ও মনোজ্ঞ নিবন্ধের সংকরলন — 'বিদ্যাসাগর স্মরাকগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়েছে ঐ সংস্থার উদ্যোগে। এছাড়া জেলার আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান সাগ্রহে আন্তরিকতার সহিত এই মহান পুরুষের স্মৃতি আজ স্মরণ করে আসছে। শেষে সন্তোষ কুমার অধিকারী মহাশয়ের মূল্যবানমন্তব্য দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

'দীপ্ত সূর্য ও অতলান্ত সাগরের মিলন কোথাও যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা হয়েছে বিদ্যাসাগরের মধ্যে। অন্যায় আর অবিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর রুদ্র বহ্নি। আবার অক্ষম আর আশ্রিতের কাছে তিনি করুণা সাগর। এমন অপরাজেয় পৌরুষের সঙ্গে করুণাময় হৃদয়ের মিলন বুঝি বিশ্বলোকে দুর্লভ।'

—০ঃঃঃ০—

পাদটীকা ঃ-

১। বিদ্যাসাগর জীবনচরিত — শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
২। বিদ্যাসাগর —চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। বিদ্যাসাগর — সন্তোষ কুমার অধিকারী।
৪। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ — বিনয ঘোষ।
৫। বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ — স্মারক কমিটি।
৬। প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর — যোগেশনাথ মুখোপাধ্যায়।
৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — মৃণালকান্তি নন্দী।
৮। সাহিত্য সাধক চরিত মালা — ২য় খন্ড।
৯। প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যাসাগর — বিমান বসু।
১০। সারস্বত সাধনায় মেদিনীপুর — পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ।

বাজলো তোমার আলোর বেণু

পিনাকী দত্ত

ক্লাবের মাইক থেকে গান ভেসে আসতেই সোমা মেয়ে ঐশি-কে তাড়া দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি করো। এখনি কলাবৌ স্নানে যাবে।তুমি যাবে বলেছিলে। ঐশি শখ করে আজ ঠাকুরমার প্রায় নূতন লাল পাড় ঘিরে রঙের পাটের শাড়ি পরেছে।

মাঝখানে সিঁথি করে দুদিকে দুটো ঝুটি বেঁধেছে। একদম ছোট্ট পরীর মত দেখতে লাগছে। যেন আকাশ থেকে এইমাত্র নেমে এল। ঐশিদের বাড়ি থেকে ক্লাব একদম হাঁটাপথ। সেখানে গিয়েই একটা চেয়ারে ঐশীকে বসিয়ে দিল সোমা। পাশের বাড়ির রাকাকে বলল - ঐশীর দিকে একটু খেয়াল রাখিশ তো। ঐশী মার দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বলল, 'মা আমি বড় হয়েছি। বলোস ফোরে পড়ি।' আচ্ছা, আচ্ছা মা। ভুল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী হয়ে বসে থেকো। বলে সোমা হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। ওর এখন অনেক কাজ। বৌদি, আজ তো অষ্টমী নয়? সপ্তমী তো? হুম্‌ম। কেন? গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় সোমা।

না, তুমি আজ লুচি, ছোলার ডাল করেছ তো? তাই জিজ্ঞাসা করলাম। দারুন হয়েছে খেতে। অমিতের চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। অমিত সোমার ন্যালাক্ষ্যাপা দেওর। বুদ্দিটা মোটা কিন্তু খায় প্রচুর। সবচেয়ে বিরক্তিকর খাওয়ার সময় নাক দিয়ে শিখনি বেরোয়। যতক্ষণ না ঠোঁটে এসে লাগছে ততক্ষণ সে বোঝেও না আর মুছও না। এই দৃশ্য চোখে পড়লেই সোমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

সোমা নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকে। প্রায় আটটা বেজে গেল। এখনো গাড়িটা আসছে না কেন? এসব ঝামেলা সকাল সকাল মিটে যাওয়াই ভালো।বলেই সে মনের মত বাড়ি'তে ফোন করল।

—০ঃঃঃ০—

হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-হেঁড়িয়া, থানা-খেজুরী, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের লক্ষ্য ঃ

- হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
- কৃষি ও সেচব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত করণ।
- শিল্পকে প্রধান্য দেওয়া।
- পঞ্চায়েত-এর সুফল যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পৌছায় তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- নির্মল গ্রাম হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের মর্যাদাকে রক্ষা করা।
- বনসৃজন, মোরামীকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, ঢালাই, রাস্তা, বৈদ্যুতিকরনের সুনিশ্চিত করণ।
- এলাকায় স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রচলিত অসুখগুলি প্রতিরোধ করা ও টীকাকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং মা ও শিশুর পুষ্টি সহ জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি উন্নয়নের উদ্যোগ।
- স্থানীয় হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ICDS, SSK, MSK সহ বিভিন্ন সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।
- প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে সেল্ফহেল্প গ্রুপ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিটি শিশুর শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য চিকাকরণের কর্মসূচি গ্রহণ।
- প্রতি জবকার্ড হোল্ডারদের কমপক্ষে বছরে ৯০ দিন কাজ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা।
- এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত পেপারলেস গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত হিসেব ও কাজকর্ম জি.পি.এম.এস -এর মাধ্যমে করা হয়। এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ (ISGP) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে।
- মহিমাময়ী জননেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঘোষিত কন্যাশ্রী, যুবশ্রীসহ সমস্ত জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল হইতে ১৭ জন BPL হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে ৪০০ টাকা (চারশত টাকা) করে বার্ধক্যভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
- বিনা পয়সায় চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন শিবির।

আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সফল হবই।

অভিনন্দনসহ

শীলা মান্না	নমিতা নায়েক
উপ-প্রধান	প্রধান

GARHBARI-II GRAM PANCHAYAT

[Bhagwanpur -II Panchayat Samity]
P.O. - Garhbari, P.S. - Bhupatinagar
Dist- Purba Medinipur, PIN - 721626
E-mail : garbariigp@gmail.com
Website : garbari-2.in
Ph : (033220) 202822

মিলন মেলা ও প্রদর্শণী সার্বিক সাফল্য কামনা করি

"শান্তি প্রগতি, ন্যায় বিচার, সংহতি, সমদর্শিতার
নিরিখে জনগণের সার্বিক উন্নয়নই
এই গ্রাম পঞ্চায়েতের
আদর্শ"

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'মিশন নির্মল বাংলা' লক্ষ্যে আমরা ODF (উন্মুক্ত শৌচবিহীন) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছি। সার্বিক জনস্বাস্থ্য বিধান-এর লক্ষ্যে সমস্ত কর্মসূচী মেনে চলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অঞ্জনা মণ্ডল
প্রধান

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা মণ্ডল
উপ-প্রধান

৯৬ বছরের পথ চলা ঐতিহ্য আর সাফল্যের নাম -

▲ আপনার প্রতিষ্ঠান
▲ আপনার সমবায়
▲ আপনার সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ।
▲ কম্পিউটার পরিচালত উন্নত পরিষেবা যুক্ত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গ্রাহক কেন্দ্র (CSP)
▲ মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও আই. সি৬ আ. সি. ব্যাঙ্ক কর্তৃখ পরিচালিত IFS CODE ICIC 0000106 যুক্ত।

বিভিষণপুর সমবায় কৃষি উনয়ণ সমিতি লিমিটেড্

রেজিঃ নং - ১৫৫, তাং - ১৯-১২-১৯২৭

পোঃ - বিভিষণপুর ঃঃ জেলা - পূর্বমেদিনীপুর

Ph. - 03220-27834 :: Mob. - 8348820517

e-mail - bibhisanpurskusltd@gmail.com

আমাদের পরিষেবা ঃ-

১। সমস্ত রকমের ব্যাঙ্ক পরিষেবা।
২। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও কর্জ প্রদান।
৩। NSC, KVP, LICI ও স্থায়ী আমানতের বন্ধকীতে কর্জ প্রদান।
৪। পরিবহণ শিল্প, ব্যবসা ও গ্রামীণ কুটির শিল্পে ঋণ প্রদান।
৫। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান।
৬। Cash Credit ঋণ প্রদান।
৭। চেক ক্লিয়ারিং সুবিধা।
৮। লকার -এর সুবিধা।
৯। প্রবীন নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত সুদ 0.50%শতাংশ।
১০। **বিভিন্ন কোম্পানীর টাইলস্ ও রং-শোরুম**

মিলন মেলার - ২০২২, সার্বিক শুভ কামনায় —

বিভিষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর -১ পঞ্চায়েত সমিতি

বিভীষণপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের গ্রম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ঃ-

মিশন নির্মল বাংলা গঠনে আমাদের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত। 'বালা আবাস' যোজনার প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সফল করতে আমাদের অভিযান চলছে। আমাদের উদ্যোগ - পঞ্চায়েত এলাকাবাসীর মধ্যে স্বচ্ছ, সংবেদশীল, সু-শসান, প্রশাসন এবং আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়া। গ্রাম উন্নয়ন মূলক সকল সরকারী প্রকলপিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে রূপায়ন ও বাস্তবায়ন। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নততর গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে আমরা সচেষ্ট। গ্রামীণ এলাকায় আরো বেশী বেশী কংক্রীট রাস্তা নির্মাণে জোর দেওয়া এবং গ্রামীণ রাস্তাগুলিকে সারা বছর ব্যবহারের উফযোগী করে গড়ে তোলা। কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের স্বার্থ ও সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্য সম্মত সুলভ শৌচাগার, বিদ্যুৎ ওপরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। স্ব-সহায়ক দলগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও শক্তিশালী করা ও তাদের আর্থিক উন্নতি সাধন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের গুরুত্ব আরোপ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকস্প্রীতি বজায় রাখা। কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী, সবুজশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী ও মানবিক সহায়তা প্রকল্পে সঠিক মূল্যায়ন ও সুবিধা প্রদান। প্রতিটি পরিবরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সুনিশ্চত করা।

নন্দিনী বর্মন	অভিষেক পাত্র	শ্রী অরূপসুন্দর পণ্ডা
উপ -প্রধান	নির্বাহী সহায়ক	প্রধান
বিভীষণপুর গ্রাপঞ্চায়েত	**বিভীষণপুর গ্রাপঞ্চায়েত**	**বিভীষণপুর গ্রাপঞ্চায়েত**

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জরুরি ফোন নম্বর

পুলিশ সুপার	০৩২২৮ ২৬৯ ৫৮০
অতিরিক্ত পুলিস সপার (হেডকোয়ার্টার)	০৩২২৮ ২৬৯ ৭৬৩
তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬৩
সিআই তমলুক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬১
সিআই নন্দকুমার	০৩২২৮ ২৭৫ ২৫৫
তমলুক থানা	০৩২২৮ ২৭০ ১৩৫
কোলাঘাট থানা	০৩২২৮ ২৫০ ৪৮৮
কোলাঘাট বিট	০৩২২৮ ২৫৬ ২৪৫
নন্দকুমার থানা	০৩২২৮ ২৭৫ ২৪৩
পাঁশকুড়া থানা	০৩২২৮ ২৫২ ২৬৬
ময়না থানা	০৩২২৮ ২৬০ ২৪৪
চণ্ডীপুর থানা	০৩২২৪ - ২৭২ ২৩৭
হলদিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২৪- ২৭৮ ১১৬
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৭৮ ১০৯
সিআই মহিষাদল	২৪০ ২৪২
হলদিয়া থানা	২৫১ ১১২
ভবানিপুর থানা	২৪০ ১১৩
দুর্গাচক থানা	২৫১ ১১১
মহিষাদল থানা	২৪০ ২৩৭
নন্দীগ্রাম থানা	২৩২ ৫৫১
সুতাহাট	২৮১ ৩৪৪
হলদিয়া কোস্টাল থানা	২৬৭ ৭৭৫
মহকুমা পুলিস আধিকারিক	০৩২২০-২৪৫ ২৪৮
সিআই এগরা	২৪৪ ২৫৮
এগরা থানা	২৪৪ ২২১
ভগবানপুর থানা	২৪২ ২৪৩
পটাশপুর থানা	২৭২ ৩৩৫
কাঁথির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২০-২৫৬ ৫৭৩
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৫৪ ৪২৫
সিআই ভূপতিনগর	২৭৬ ৩৬৬
সি আই কাঁথি	২৬৭ ০০১
দীঘা থানা	২৬৬ ২২২
মন্দারমনি কোস্টাল থানা	২৬৬ ১২৩
রামনগর থানা	২৬৪ ২৪৯
মারিশদা	২৫০ ৪২৬
ভূপতিনগর	২৭০ ২৩৯
খেজুরি	২৮২ ০০২
কাঁথি মহিলা থানা	২৫৭ ১০০
জুনপুট কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৫
তালপাটি কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৪
তমলুক দমকল	০৩২২৮ ২৭০ ৪০৫
কাঁথি দমকল	০৩২২৮ ২৫৫ ২০০

মিলন মেলার - ২০২২, সার্বিক শুভ কামনায় —

কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর -১ পঞ্চায়েত সমিতি

কলাবেড়িয়া ঃঃ চড়াবাড় ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন - ৭২১৬২৬

আমাদের গ্রম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ঃ-

১। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিক্ষীত পানীয় জলের যোগান প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করা।

২। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।

৩। প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

৪। অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া।

৫। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণেণ্ন দ্বারা সর্বস্তরে চাকুরীর সংস্থান সহ আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

৬। সমগ্র এলাকায় সামাজিক বনসৃজন ও গ্রামপঞ্চায়েতটি নির্মল পঞ্চায়েত সম্মান অটুট রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটির দ্বারা পরিচর্যা ও তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ করে পঞ্চায়েতের দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।

৭। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় রাস্তা-ঘাট উন্নয়ণ ও ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া।

৮। প্রাথিষ্ঠানিক স্ব-শক্তিকরণ অঞ্চল হিসাবে অগ্রগণ্য।

৯। ৮০ শাতংশ ঢালাই রাস্তা নির্মান হয়েছে বাকী পরিকল্পনা চলছে।

১০। সরাকরী হাসপাতাল যাহাতে হয় সরকারের সঙ্গে যাগাযোগ চলছে।

মৌসুমী ভূঞ্যা	দীপঙ্কর বিশ্বাস	মৃগাঙ্ক শেখর দাস
উপ -প্রধান	নির্বাহী সহায়ক	প্রধান
কোটবাড়র গ্রাপঞ্চায়েত	কোটবাড়র গ্রাপঞ্চায়েত	কোটবাড়র গ্রাপঞ্চায়েত

মিলন মেলার - ২০২২, সার্বিক শুভ কামনায় —

মা সারদা এক্স-রে ক্লিনিক এণ্ড ল্যাবরেটরী

বাজকুল (মেছাদা রোড) ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

ডাক্তারবাবুগণ চেম্বার করছেন

নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালের প্রখ্যাত স্ত্রী, প্রসূতি ও বন্ধাত্ব রোগ বিসেষজ্ঞ —

ডাঃ কুমারেশ পাল

প্রতি শনিবার সকাল ৭.৩০ মিঃ হইতে।

M. B. B. S. (Cal), M.S. (G & O), (Cal) Regd No. - WBMC 57938

শিশুমঙ্গল হাসপাতালের প্রখ্যাত নাক, কান, গলা ও ঘাড় রোগ বিসেষজ্ঞ ও সার্জেন —

ডাঃ অঞ্জন দাস

প্রতি বৃহস্পতিবারশ্ব সকাল ১০ টা হইতে।

M. B. B. S. (Cal), M.S. (ENT), Regd No. - 64081 WBMCEar, Nose, Throat and Head & Nack Surgen

হৃৎরোগ বিসেষজ্ঞ —

প্রতি১০ দিন অন্তর শনিবার বিকাল ৩.০০ টা হইতে।

ডাঃ ভাস্কর রায়

Cardiology Dlp Card / Critical Specialist Medical Director Baroma Hospital

(বড়মা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল)

প্রতি১৫ দিন অন্তর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে।

যেকোন জটীল ও পুরাতন রোগ হোমিও বিশেষজ্ঞ —

ডাঃ এস. কে. প্রধান

B. H. M. S. (HOMEO)

(প্রফেসর ডাঃ রবীন্দ্রনাথ বেরা মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র)

প্রতি রবিবার সকাল ১০টা হইতে।

চর্ম, কুষ্ঠ, যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ —

প্রতি রবিবার সকাল ৭.৩০ মিঃ হইতে।

ডাঃ আর. কে. মাজি

(বড়মা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল)

কোম্পানীর
রুম

বিভিষণপুর সমবায় কৃষি উনয়ণ সমিতি লিমিটেড

টাইস্ ও মার্বেল শো-রুম

বিভিন্ন কোম্পানীর টাইশ্

Asian, Cera, Kajaria, Royal, TOuch, Swastiu, Spyro, Nitco এবং বিভিন্ন কোম্পানীর সেনিটারী Parryware, Hindusthan -এর সুলভ ও সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। Johnson TIles পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়
Authorised Dealer.

রং শো-রুম

Asian Paint, Berger এবং Indigo কোম্পীর রং সুলভ ও সস্তা মূল্যে খুচরা ও পাইখারী বিক্রয় করা হয়।

শ্রী সুব্রতময় বসু	শ্রী অরুপ সুন্দর পণ্ডা	শ্রী অজিত কুমার দাস
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

ফিরে দেখা ২০২১

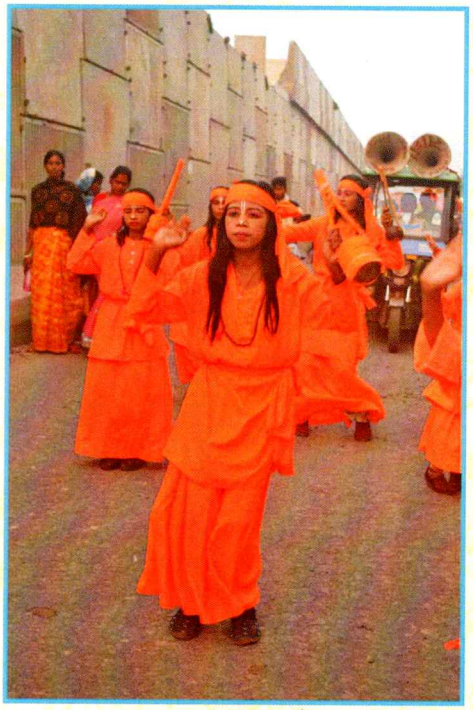

ফিরে দেখা ২০২১

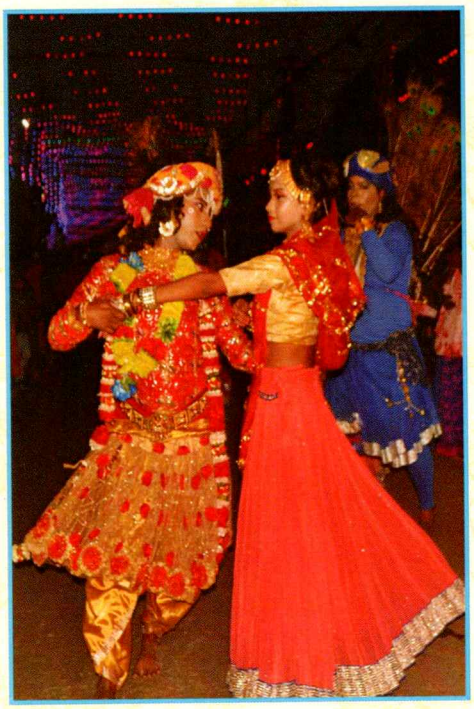

২০২২

OPPO Reno6 5G
TEAM R M

OPPO Reno6 5G
TEAM R M

OPPO Reno6 5G
TEAM R M

OPPO Reno6 5G
TEAM R M

২০২২

HALDIA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

(An Institution of ICARE) Estd. 2003

ICARE Complex, P.O. - Hatiberia, Haldia, Dist.- Purba Medinipur, West Bengal, India, PIN: 721657.
Phone: +91 (03224) 255968/9800570389; **Email- principalhihs@gmail.com/ hihshaldia@yahoo.co.in**
FOR MORE DETAILS VISIT OUR WEBSITE : **www.hihshaldia.in**

20 years of Academic Excellence

Recognized by:

(1) U G C under section 2(f) Act, 1956, MHRD, Govt. of India
(2) Directorate of Medical Education (DME), Swasthya Bhawan, Govt. of W.B.
(3) Directorate of Higher Education, Bikash Bhavan, Govt. of W.B.

- 17 acres sprawling eco friendly, self contained green campus
- Play Ground, ATM, Nationalized Bank, Post Office, Canteen & Cafeteria, Book Shop, Stationery shop, 250 seated seminar hall Conference Hall and Smart Classroom within Campus.
- Free Wi-Fi and CCTV in campus
- In Campus Girls Hostel
- Boys Hostel just near (with in 1 km distance) to the college Campus

JENPAS(UG) 2022-23

A) DEPARTMENT OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY:

- **M.Sc. in Medical Laboratory Technology in Biochemistry**
- **M.Sc. in Medical Laboratory Technology in Microbiology**
- **Bachelor in Medical Laboratory Technology (BMLT)**
- **B.Sc. in Central Sterilization & Infection Control (Upcoming Session 2022-23)**
- **Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)**

B) DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY:

- **Master of Physiotherapy in Orthopedics**
- **Master of Physiotherapy in Neurology**
- **Bachelor of Physiotherapy (BPT)**

C) DEPARTMENT OF SCIENCE & MANAGEMENT

- **Master of Hospital Administration (MHA)**
- **B.Sc. Physician Assistant**
- **B.Sc. Operation Theatre Technology**
- **B.Sc. Critical Care Technology**
- **B.Sc. Radiology & Imaging Technology (Upcoming session 2022-23)**
- **Diploma in Operation Theatre Technology (DOTT)**
- **Diploma in Radiography (Diagnostic)**

D) DEPARTMENT OF NUTRITION

- **M.Sc. in Applied Nutrition**
- **B. Sc Nutrition (Honours)**

CAREER PROSPECTS

Proud to say that not a single student is unemployed after successful completion of their course. All the courses conducted by this Institute are job oriented Professional, self dependent courses. After successful completion of the course, our students are recruited in AIIMS, Railway, Army, Navy, Air force, Different central and State Govt. Hospitals, Medical Colleges, Different Private & Corporate Hospital and Diagnostic centre , Corporation and Municipality health units, NACO, NHRM etc. Students can also open his/her own laboratory / Clinic/Chamber.

REASONS TO OPT FOR THIS INSTITUTE

■ Highly trained and qualified faculties (NET/SET/PhD/Post. Doc) ■ Faculty: Student ratio is maintained as per Govt. rules & regulations. ■ Research Based Teaching & Smart Class Room ■ Well equipped & 7 Ultra Modern Laboratories & Clinic in campus ■ Separate Girls & Boys Hostel with security, canteen, power back up facilities etc. ■ Play Ground, ATM, Nationalized Bank, Post Office, Canteen & Cafeteria, Book Shop, Stationery shop, 250 seated seminar hall in campus ■ Ragging free ambience & CCTV in campus ■ Placement assistance ■ Focus on arranging conference, Seminars & Workshops, different health camp, social survey at a regular interval. ■ Annual Sports & Cultural Competition ■ Annual College Fest & Alumni Meet ■ Special Attention /Class for slow learners. ■ Campus Interview Facility also available ■ Academically attached with Haldia Medical College, Dental college & Haldia Institute of Technology ■ State-of-the-art Library & more than 5000 books & journals with internet facilities ■ Clinically attached with its own 500 bedded Dr. B.C. Roy Hospital, Haldia, Haldia Sub Divisional Hospital & District Hospital and also other private Superspecialty Hospitals.

FOR ADMISSION CONATCT :

Pintu Pal (9153294484), Subhankar Patra (9641717084)

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

পুরুষ ও মহিলাদের অত্যাধুনিক অভিজাত রুচিসম্মত
পোষাকের বিপুল সম্ভার

অ্যাপারেল

বাজকুল

তেঠিবাড়ী
রেল গেটের কাছে
হিরো শো-রুমের
দ্বিতলে

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

যে কোন শাখার অ্যাকাউন্ট খুলে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির সুবিধা নিন

- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- যুবশ্রী
- কর্মশ্রী
- শিক্ষাশ্রী
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী (S.H.G.)
- বাংলা গ্রামীণ আবাস যোজনা/ নিজ ভূমি নিজ গৃহ।
- বিধবা ভাতা
- MGNREGS
- লক্ষ্মী ভাণ্ডার
- আমার ফসল-আমার গোলা
- কৃষক বন্ধু
- কর্মতীর্থ
- গীতাঞ্জলি (আমার ঠিকানা)
- লোকপ্রসার
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা
- বার্ধক্য ভাতা
- বিকলাঙ্গ ভাতা
- তরুণের স্বপ্ন ও স্টুডেন্ট স্কালারশীপ
- অন্যান্য প্রকল্প

অভিজিৎ দাস	পার্থসারথী দাস	সুপ্রকাশ গিরি
সেক্রেটারি	ভাইস চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান

অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ–

১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে শতবর্ষের পথে এই এলাকার উন্নয়নে ধারাবাহিক পথচলা।

যে কোন ধরনের ব্যাংকিং পরিষেবা সম্পর্কে জানতে হলে ফোন করুন —
Toll Free No. : 18001203600

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ মুগবেড়িয়া ✦ জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ (০৩২২০) ২৭০২২২/২৭০২২৩/২৭০৬৫৭/২৭০৭১৫/২৭০৭১৭/২৭০৮৭৫/২৭০৮৭৬
E-mail : mugberiaccb@yahoo.com ✦ Website : https://www.mugberiaccbank.com

—ঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ—

- সকল শাখায় **CBS** পরিষেবা।
- **ATM** কার্ড এর সাহায্যে দেশের যে কোন প্রান্তে **Online** এ বাজার করার সুবিধা **(Pos & E-commerce facility)**।
- **CTS Cheque Clearing** এর সুবিধা।
- **Salary A/c. holder** দের কমসুদে বিভিন্ন প্রকার ঋণসহ **Overdraft** এর সুবিধা।
- আমাদের ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহীতাদের অন্য ব্যাঙ্কের **A/c.** থেকে কিস্তির টাকা পরিশোধের সুবিধা **(MMS)**।
- আমাদের যে কোন শাখা থেকে ভারতবর্ষের যে কোন **CBS** যুক্ত ব্যাঙ্কে **NEFT / RTGS** এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়।
- **Direct benefit transfer - Gas Subsidy** সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব ধরনের **Schemme** এর টাকা **Host to Host** জমা করা হয়।
- **CKYC enable Bank**।
- 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত।
- সমস্ত শাখায় লকারের সুব্যবস্থা আছে।
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একমাত্র আমাদের ব্যাঙ্কে **ATM Mobile Van** এর সাহয্যে প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় টাকা তোলার সুবিধা।

—ঃ আপনাদের সেবায় আমাদের শাখাসমূহ ঃ—

প্রধান শাখা	(০৩২২০) ২৭০২২৪ 9083253308	জনকা	(০৩২২০) ২৮২২৭৫ 9083253314
কাঁথি	(০৩২২০) ২৫৫০৫৩ 9083253309	মাধাখালি সান্ধ্য	(০৩২২০) ২৭০৫৩৫ 9083253315
কলাগেছিয়া	(০৩২২০) ২৮০০৭৭ 9083253310	হেঁড়িয়া	(০৩২২০) ২৭৬৩৮৮ 9083253316
ভগবানপুর	(০৩২২০) ২৭২২২২ 9083253311	কাঁথি প্রাতঃ-সান্ধ্য	(০৩২২০) ২৫৯৬০৩ 9083253317
বাজকুল	(০৩২২০) ২৭৪২৫৭ 9083253312	ভগবানপুর সান্ধ্য	(০৩২২০) ২৭২০০৪ 9083253318
ইটাবেড়িয়া	(০৩২২০) ২৭৭০২১ 9083253313	রামনগর	(০৩২২০) ২৬৫২২২ 9083253319

আন্তরিক ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক বন্ধুদের পাশে থাকার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

সুজয় বসু
জেনারেল ম্যানেজার

অর্দ্ধেন্দু মাইতি
স্পেশাল অফিসার